যৎ কিঞ্চিৎ

ব্যঙ্গ-নাট্য।

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ;

প্রথমাভিনয় রজনী, ৬ই আষাঢ়, ১৩১৫।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এ,

প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ।
১৫ হরিশ চাটুয্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর,
কলিকাতা।

পূর্ব্ব-কথা।
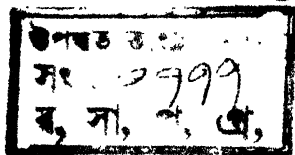
বেদনাহত বিক্ষিপ্ত মনকে কোন মতে একটা কাজের মধ্যে নিবিষ্ট রাখিব, এইরূপ ভাবিয়াই গ্রন্থখানি আরম্ভ করি। তখন অবশ্য মনে করি নাই, একদিন ইহা লোকচক্ষুর সম্মুখে আসিবে! কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ও শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়দ্বয়ের স্নেহ ও আগ্রহাতিশয্যে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীতও হইয়া গেল; এ জন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

আর, আমার প্রিয়সুহৃৎ, সুখ-দুঃখের নিত্য-সহচর বঙ্গসাহিত্যে সুলেখক শ্রীযুক্ত গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়, যিনি আমার সাহিত্য-সেবায় চিরদিন আমাকে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন, যাঁহার রচিত "প্যারি, যাস্‌নে লো যমুনায়" ইত্যাদি মধুর গীতটিতে আমার এ 'যৎকিঞ্চিতের' শোভা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং কান্তিক প্রেসের সত্বাধিকারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, যাঁহার সবিশেষ যত্ন ও উদ্যোগ ভিন্ন এত শীঘ্র এ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিতাম না—তাঁহাদিগকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থখানি ব্যঙ্গ-নাট্য। ঠিক-এ-শ্রেণীর নাট্য বঙ্গসাহিত্যে তেমন সুপ্রতুল নহে। ইহার রোমান্সের ব্যঙ্গটুকু সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা উপলব্ধি করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইব। একটি কথা;—

পূর্ব্ব-কথা ।

বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকে 'লাবণ্য'-চরিত্রে প্রীত হইয়া এই চরিত্রটি আরো একটু পরিণতভাবে আঁকিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য, তাহা করিলে আমার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত হইয়া পড়িত, এবং পাঁচ অঙ্কে একখানি স্বতন্ত্র নাটক লিখিতে হইত !

বঙ্গ-সাহিত্যের যে সকল অনুরাগী পাঠক নানা মাসিক-পত্রাদিতে আমার রচিত ক্ষুদ্র গল্পগুলি পাঠ করিয়া সুখ্যাতি করিয়াছেন, তাহাদিগের সম্মুখে নাট্য-লীলা লইয়া, এবং গ্রন্থকার-রূপে এই আমার প্রথম, সসঙ্কোচ প্রবেশ ! গ্রন্থকারের বয়স নবীন, জ্ঞান নবীনতর, এবং যে অবস্থায় গ্রন্থখানি রচিত, তাহা ভাবিয়া সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ছোট-খাট ত্রুটিগুলি, আশা করি, মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

বিনীত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ।

ভবানীপুর ;

১৮ই আষাঢ়; ১৩১৫ ।

উৎসর্গ।

নলিনীবালা

-স্মৃতিকল্পে—

I hastened to the spot whence I had come,
That I might there present it.—Oh, to Whom ?

*　　　*　　　*　　　*

অশ্রুর সাথে মিশায়ো অশ্রু,
হাসিটির সাথে হাসি !

সৌরীন

১২ই পৌষ, ১৩১৪।

রঙ্গোক্ত পাত্র-পাত্রীগণ।

পুরুষ।

নন্দলাল মিত্র	...	বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি।
হেমন্ত দত্ত ...	...	ধনাঢ্য যুবক।
স্বকুমার ...	...	ঐ কনিষ্ঠ সহোদর; (কবি)।
বিনয় ...	...	স্বকুমারের বন্ধু।
গোবিন্দ চাটুয্যে	...	নন্দলালের প্রতিবেশী।
হারু ...	...	হেমন্তের ভৃত্য।

নারী।

লাবণ্য ...	..	হেমন্তের স্ত্রী; (শিক্ষিতা)।
উষা ...	...	নন্দলালের কন্যা; (উচ্চশিক্ষা-হেতু বিকার-গ্রস্তা)।
স্বরমা ...	...	নন্দলালের ভাগিনেয়ী; (কলেজে শিক্ষা-প্রাপ্তা)।

রমণীগণ, বালকগণ, কোরাস্ প্রভৃতি।

সংযোগ-স্থল—কলিকাতা।
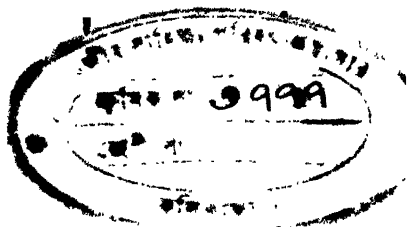
যৎকিঞ্চিৎ।

প্রস্তাবনা।

রমণীগণ।

গীত।

(আহা) বাস্‌তে বাস্‌তে বাস্‌তে ভালো,
বাসা হল কই !
ডাকতে ডাকতে ডাকতে কোকিল
থেমে গেল অই !
আচমক এই যে এল,
কিসের চমক দিয়ে গেল,
প্রাণটি ছুঁয়ে এই পালাল,
আপন-হারা হয়ে রই !
বিজন বনে বসে ছিল,
চাঁদের আলোয় দেখা হল,
এলোচুলে চোখের জলে
মালা নিয়ে সারা হই !

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নন্দলালের বাটির সম্মুখ।

নন্দলাল ও গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। তখনি ত বলেছিলুম, ভায়া—অতটা ভাল নয়! শুনলে না! এখন টের পাচ্ছ! বলেছিলুম ত' যে বাপ পিতমো' চিরকাল যে সনাতন প্রথা মেনে আসছে, সেটা একেবারে হট্ করে উল্টে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়!

নন্দলাল। আরে যাও ভাই, আমার আর কিছু ভালো লাগে না।

গোবিন্দ। এখন পস্তাতে হবেই ত! মেয়ের মা কখনো কলমের একটা আঁচড় কাটেনি, আর তুমি কি না তাকে একেবারে কলেজে পড়িয়ে রমাবাই করে তুলবে; হঠাৎ এতটা বাড় তার ধাতে সৈবে কেন?

নন্দলাল। আরে করি কি? তখন তোমরা তেমন-করে ত বারণ করতে পারনি!

গোবিন্দ। বারণ করিনি, বল কি? গোবিন্দ চাটুয্যে বরাবর

তোমাদের গে’ অই মেয়েদের কলেজ-ফলেজে পাঠাবার বিরুদ্ধে! তুমি শুনলে না—

নন্দলাল। করি কি বল, ভায়া, করি কি? আমার ঘাড়ে সব ফেলে গৃহিণী ত চলে গেলেন! মেয়েটাকে বড় ভালবাসতুম, সে যা চায় তাইই দিতে লাগলুম—তারপর ভাবলুম, বেশ বড় ঘরে মেয়েটার বিয়ে দোব, লেখাপড়াটা সেজন্য ত ভাল করে শেখান চাই, তখন আবার আমার ভগ্নীপতি, তোমার গে’ মন্মথ ভায়া বেঁচে—তা সে তার মেয়েকে দিনকতক কলেজে পড়িয়েছিল কি না, তারি কথায় ত ভাই মেয়েটাকে কলেজে দিলুম।

গোবিন্দ। বটে! তার পর?

নন্দলাল। তার পর ঐ মেয়েটার কি-যে ঝোঁক হল—বোর্ডিংয়ে থাকবে,—কে ওদের Musicএর lady প্রোফেসার নাকি ওকে বড় ভালবাসত—বড় বেজায় বায়না নিলে। দিলুম বোর্ডিংয়ে রেখে। তারপর ত জানই, ছ’ সাত মাস এ দেশ সে দেশ করে ঘুরে বেড়ালুম। ফিরে এসে ভাবলুম, মেয়েটার বিয়ে দোব; মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে এলুম, না, দেখি ওমা, মেয়ে একেবারে ধিঙ্গি; বলে বিয়ে করবো না—বিষম বায়নাক্কা!

গোবিন্দ। তাইত ভায়া, তা এতেই তুমি মাথায় হাত দিয়ে বসলে!

নন্দলাল। কি করব—তুমিই না হয় বলে দাও।

গোবিন্দ। আরে ছাই!—ইংরিজীর গরম ওটা—ছোঁড়ারা একটু Shakspere, Milton নাড়াচাড়া করে বায়না ধরে—

যৎকিঞ্চিৎ।

বিয়ে করবোনা, বিয়ে করবোনা,—দেখেছ ত? তারপর কেমন অম্লান বদনে বিয়ে করে একেবারে স্ত্রী-অন্ত প্রাণ হয়ে পড়ে!—তা এ রোগের ঔষধ, বিয়ে দেওয়া—বুঝলে ভায়া, একটি সুপাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে ফেলো—ও আর দেরি নয়, বুঝলে?

নন্দলাল। বুঝলুম ত সব, আমার মাথা আর মুণ্ডু! আরে ঘটকের উপর ঘটক লাগিয়ে, চেষ্টা কি কম কচ্ছি—মেয়ে দেখে যাচ্ছে, পছন্দও করছে—

গোবিন্দ। আর পছন্দ করবে না-ই বা কেন? অমন পরীর মত মেয়ে কি আজকালের বাজারে চট্ করে একটা চোখে পড়ে হে—

নন্দলাল। আর বিশেষ আমাদের কায়েতের ঘরে—বটেই ত ভায়া! হাঁঃ, তা সব ত হচ্ছে, কিন্তু মেয়ে যে আমার এদিকে লম্ফঝম্প ছুড়ছে—বলে, বিয়ে করবোনা—বিয়ে দিলে গলায় দড়ি দোব, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বো, জলে ঝাঁপ দোব—এই সব।

গোবিন্দ। তা মা-লক্ষ্মীর মনের বাসনাটি কি?—

নন্দলাল। আরে তাও কি ছাই ভেঙে বলে? খালি চুল এলো করে পাগলীর মত ঘরে-দালানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে—গান আর বই পড়া—মাথা আঁচড়ানো, আর তোমার গে' আরসির সামনে দাঁড়িয়ে তেউড়ে মেউড়ে কি-যে-সব বিড়বিড় করে বকে—মাথামুণ্ডু ছাই বুড়োমানুষ সব বুঝতেও পারিনা—তার ওপর—

গোবিন্দ। তার ওপর কি আবার?

নন্দলাল। তার ওপর আমার ভাগ্নীটাকে আনালুম—তার

বিয়ে হয়ে গেছে—ওই যে জামাইটি বহরমপুরের কলেজে প্রফেসারি কচ্ছে—হ্যাঁঃ তা ঐ ভাগ্নীটা কোথায় ওকে একটু বোঝাবে-সোঝাবে, তা'না সে ওর মাথাটা আরো ভাল করে খেয়ে দিচ্ছে—এমন একটা মেয়েমানুষ বাড়ীতে নেই, যে এই উচক্কা ছুঁড়ি দুটোকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে!

গোবিন্দ। পাগল হয়ে যায়নি ত ভায়া?

নন্দলাল। মনের দুঃখ আর কাকে বলি, দাদা? এদিকে ত এ রকম পাগলে কাণ্ড, কিন্তু তা খাওয়া-পরা সাজগোজের ওপর ত নজরটুকু বেশই আছে! তবে কি করে বলি, পাগল হয়ে গেছে? পাগল হয়নি দাদা, আমাকে পাগল করেছে! আর, আমারো ভাই মরণ নেই, তাই এ সব দেখতে হচ্ছে। মেয়েটাকে বড় ভালবাসি তাই বুঝি ভগবান এই শাস্তি দিচ্ছেন।

গোবিন্দ। বলি কোন ডাক্তার কবরেজ্ দেখিয়েছিলে?

নন্দলাল। আর বলোনা দাদা, তাই কি বাকী রেখেছি? কবরেজদের তেল ত বাকী রাখিনি। পুরনো শিশিই বেচে কম না হোক পঞ্চাশ টাকা হয়েছে।

গোবিন্দ। তাইত, তাহলে বড় সঙ্গিন্ রোগ ত!

নন্দলাল। এখন দেখি, মা কালী যদি মুখ তুলে চান্! একটা সুরাহার লক্ষণ—

গোবিন্দ। এ্যাঁ, কি, কি? বলত, বলত—তাইত বড়ই ভাবনার বিষয়!

নন্দলাল। এই গে' ও পাড়ার নকুড় দত্ত—জানত, ঐ যে মস্ত

হৌসওয়ালা, তিন চারখানা গাড়ী, মস্ত আস্তাবল, তবে গে তোমার ঐ মস্ত ইলেক্ট্রিক আলোওলা বাড়ী হে—

গোবিন্দ। হাঁ, হাঁ—

নন্দলাল। তা—ঐ নকুড় দত্ত—

গোবিন্দ। সে ত মারা গেছে বহুদিন হে—

নন্দলাল। সে ত গেছে—তার ছেলে ত আর যায় নি! সেই যে হে দুটি ছেলে—দিব্যি ফুট্‌ফুটে চাঁদের মত—তা ঐ ছোটটি—সে টুনিকে বিয়ে করতে চায়!

গোবিন্দ। সে ত চায়—কিন্তু তুমি যে বলছ তোমার মেয়ে বিয়ে কত্তে চায় না?

নন্দলাল। নাঃ, তা চায় না—আঃ অই ত হয়েছে জ্বালা! মাথার ঘায়ে কুকুর-পাগল হলুম দাদা,—আমার আর জীবনে সাধ নেই—

গোবিন্দ। তা সাধ না থাকবার কারণও ত বিলক্ষণ রয়েছে!

নন্দলাল। বল ত দাদা,—এমন সুপাত্র আর পাব কোথায়? টাকার অন্ত নেই, তার উপর ছেলেটি আবার বি, এ পাশ করেছে।

গোবিন্দ। বটে! সোণার কার্ত্তিক—সোণার কার্ত্তিক!

নন্দলাল। আবার, শুধু তাই? নিজে বিয়ে করতে চাচ্ছে! ছেলে ত নয় যেন রাজপুত্তুর—তা মেয়েটা কিছুতে রাজী হবে না—

গোবিন্দ। তাই ত,—উপায়?

নন্দলাল। ভগবান একমাত্র উপায়! তা ছেলেটিও নাকি

ভাই, নাছোড়বন্দা—বলে, 'আমি ওকে বিয়ে করবোই—একবার নিজে মেয়েটিকে দেখি।'

গোবিন্দ। ভালই ত—তা—

নন্দলাল। (স্মিতমুখে গোবিন্দের গা ঠেলিয়া) আরে, তাইত, ছেলেটি এখন দেখতে এসেছে—আমি থাকলে যদি লজ্জাটজ্জা করে তাই আমি রাস্তায় একটু পায়চারি করে বেড়াচ্ছি! এখন মেয়েটার যদি সুমতি হয়।

গোবিন্দ। হুঁ! দেখ, চারচক্ষুর মিলনে প্রজাপতির ইচ্ছা যদি পূর্ণ হয়!

নন্দলাল। বিয়েটা একবার হোক্ না—তারপর আমি ত দিন-কতক সরে পড়ছি—মেয়েটাকে একবার কাঁদাব।

গোবিন্দ। সে পরের কথা পরে। এখন দেখ বাবাজীর—

নন্দলাল। বাইরের ঘরেই দেখাশোনা হচ্ছে—সুকুমার আমা-দের পাড়ার ছেলে—ছেলেবেলা কত আমার বাড়ী আসা-যাওয়া করেছে—এক রকম ঘরের লোক বললেই হয়—

গোবিন্দ। হ্যাঁ তা ত ঠিক—এই যে বাবাজী আসছেন—

ভিতর হইতে সুকুমারের প্রবেশ।

নন্দলাল। এই যে বাবাজী—তারপর বাবাজী, এঁ, কেমন দেখলে?—

সুকুমার। আমাকে মাপ করবেন মশায়—এমন অপমান কখনো আমি হই নি!

নন্দলাল। কেন? কেন?

সুকুমার। নাম জিজ্ঞাসা করলুম, তা হো হো করে হেসে উঠল, তারপর কি কতকগুলো আবল-তাবল বকে উঠে গেল—

নন্দলাল। (সুকুমারের হাত ধরিয়া) রাগ করোনা বাবাজী—আমার অদৃষ্ট—তুমি আমার বড় আত্মীয়, বাবাজী! মেয়েটার মাথা কেমন খারাপ হয়ে গেছে—কাকে কি বলা উচিত, কি কথা কওয়া উচিত তা কিছুই জানে না—ঠাওরাতে পারে না—বুঝলে বাবা, বিয়ে হলে ও দুদিনেই সেরে যাবে!—

গোবিন্দ। তা বৈ কি, তা বৈ কি—বেশী লেখাপড়া শিখলে পুরুষদেরই মাথার ঠিক থাকে না, এ'ত একটা ছোট মেয়ে!

সুকুমার। আজ্ঞে না, আমি রাগ কচ্ছি না (অলক্ষ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস) তবে মনটায় বড় কষ্ট হয়েছে—আমি নাকি—

নন্দলাল। রাগ করোনা বাবা—দেখ বাবা, তোমার স্বর্গীয় কর্ত্তার সঙ্গে আমার এক প্রাণ ছিল—আহা, অমন মানুষ জন্মায়—

গোবিন্দ। শিবতুল্য লোক—শিবতুল্য লোক!

নন্দলাল। তুমি তাঁরি উপযুক্ত ছেলে! তা এ সব কিছু মনে করোনা; আমি বকে দোব—তারপর বিয়ে হলে ও সবগুলো সেরে যাবে—এখানে দেখবার ত কেউ নেই—

গোবিন্দ। সে ত ঠিক, সে ত ঠিক, বিয়ে হলে অনেকের অনেক রোগই সেরে যায়!

সুকুমার। আজ্ঞে না, রাগ করব কেন?—তবে—

নন্দলাল। আমি এখনি তাকে বকে দোব। তারপর বাবা,—এঁ কেমন দেখলে ? তোমার দাদার সঙ্গে তা হলে দেখাটা—

সুকুমার। আজ্ঞে তা, হাঁ—না—সে যা ভাল বোঝেন করবেন।

নন্দলাল। তা এসো বাবা, একটু মিষ্টিমুখ—এঁ—না হলে সেটা কি ভালো হয় ?

সুকুমার। আজ্ঞে তার জন্যে আবার জেদ কিসের ? আমি ত' এ পরের বাড়ী মনে করি না—সে এখন থাক্, আমি তা হলে এখন আসি—

নন্দলাল। একটু মিষ্টিমুখ— ?

সুকুমার। আজ্ঞে, মাপ করবেন—

গোবিন্দ। আরে ভায়া, এরা Young Bengal ! এরা কি আমাদের সেকালের মত খেতে পারে ? Dyspepsiaতে সব সারা হয়ে যাচ্ছে—বই আর মাথামুণ্ডু নিয়েই আছে, খাবার বেলা কেউ নয়— মুখে বক্তৃতাই সার !

নন্দলাল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) দেখি মেয়েটাকে একবার ! —(গোবিন্দের প্রতি) আসবে ?

গোবিন্দ। নাঃ, এই যজ্ঞেশ্বরের কাছে একটা বরাত আছে সেটা সেরে আসি—একটু পরেই আসছি তা হলে।

প্রস্থান।

নন্দলাল। তাই ত বাবাজী, একটু মিষ্টিমুখ করবে না—তা তুমি বাবা, রাগ করোনা, মন খারাপ করোনা—

সুকুমার। আজ্ঞে, আপনি কেন এত কষ্ট পাচ্ছেন?

নন্দলাল। এ দায় তোমাকে বাবা উদ্ধার কত্তেই হবে—হ্যাঁ, তা বাবাজী ছাড়ছি না।

ভিতরে প্রস্থান।

সুকুমার। নাঃ, এ অস্থির করে তুলেছে! যতই ওকে দুর্লভ মনে করি, ততই যেন প্রাণটা ওর জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। উপন্যাসে কবিতায় পড়তুম, পাষাণী! তা এ পাষাণে কি প্রাণসঞ্চার হবে না? কলেজ থেকে ফেরবার সময় দেখতুম, খড়খড়ির ধারে চুলগুলি এলিয়ে দিয়ে বসে আছে—কোলের উপর বইখানি খোলা,—চোখে যেন কি-একটা মাদকতা মাখান! ছাদের উপর সন্ধ্যাবেলায় বেড়িয়ে বেড়ায়—কোঁকড়া চুলগুলি খোলো হয়ে গাখানি বেয়ে পড়ে—ত্রস্ত আঁচলখানি গায়ের উপর কেমন-একভাবে বিছানো থাকে! আমার মনে হয়, Juliet যেন পায়চারি করছে—এই সব থেকেই ত loveএ পড়ে গেলুম! তাই ত, একটা মনের মত কথা কইতে পারলুম না, অথচ ঘরে বসে ওকে লক্ষ্য করে কত কবিতাই লিখেছি—কী এমন হল, যে মাথা তুলতেই পারলুম না! নিষ্ঠুর, পাষাণী, আমার প্রাণের অগাধ-অসীম ব্যাকুলতা বুঝলে না? ওকে যদি জীবন-সঙ্গিনী কত্তে পারি, তবেই জীবন সার্থক হবে,—না হলে? না হলে, বৃথা কবিতা লেখা—বনে চলে যাব, সন্ন্যাসী হব, আত্মহত্যা করবো!

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—৵—

উষার শয়নকক্ষ।

আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উষা মুখে পাউডার দিতেছে—সুরমা তাহার এলায়িত কেশ হাত দিয়া ঝাড়িয়া দিতেছে।

উষা। (পাউডার মাখিতে মাখিতে)

গীত।

দে লো, সখি, পরায়ে চুলে
সুরভি কুসুম-মালা,
বিভূতি মাখায়ে দে লো সারা দেহে,
জুড়াব প্রাণেরি জ্বালা !
কারে যেন চাই, জানিনা'ক তারে,
এ আসে, সে আসে, সে-ত আসে না রে,
মনোমত বিধি মিলালনা রে,
কেমনে কাটাব বেলা !

উষা। সু—

সুরমা। কেন উ ?

উষা। আমি তাপসী সেজে বসে রইলুম—কোথায় সে নবীন

তাপস,—যে আমার জন্য সাগরে-ভূধরে, বিজনে-নগরে, হা উ হা উ করে বংশীবাদন করছে ?

সুরমা। কেমন করে বলব উ, আমি ত Telepathy জানি না!

উষা। তবে কি আমার এ সাধের তাপস-সাজ মিছে হবে? এই এলায়িত বেণী, এই বিভূতি-বিভূষিত কায়, এই গৈরিক বসন—

সুরমা। গৈরিক বসন ত নয় উ—এ যে রেশমী বসন!

উষা। তুমি জাননা সু,—এই বেশে তিলোত্তমা মন্দিরদ্বারে জগৎসিংহের আশায় বসেছিল, এই বসনে মৃণালিনী হেমচন্দ্রের হাত ধরে ভূতভবিষ্যৎ না ভেবে, আকাশের দিকে চেয়ে প্রেমের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল।

সুরমা। তা ঠিক, আর এই বসনেই বিভা বৌঠাকুরাণীর হাটে রামচরণের দেখা পেয়েছিল, উদয়াদিত্য তখন নৌকাতে বসে!

উষা। আমার এত সাধের সাজসজ্জা আমার এই নবপ্রেমানুরাগদীপ্ত মুকুলিত কৈশোরক প্রেম কি হিয়া 'পর শুখিয়ে যাবে?

সুরমা। হায়, 'সকলি গরল ভেল'!

উষা। সু—

সুরমা। কেন, উ?

উষা। বাবা বলে, বিয়ে কর—

সুরমা। অর্ব্বাচীন! বিয়ে? তার মানে,—পুরুষের দাসী! তার মানে, শাঁক বাজবে, একপাল মাগী উলু দিয়ে চেঁচিয়ে যেন শ্মশানের বিরাট বিভীষিকা জাগিয়ে তুলবে—

উষা। ওহো, কি বিকটধ্বনি ঐ শাঁকের—কোথায় ক্ল্যারি’নেটের মধুর সুরে প্রাণে আবেশ আসবে, সোফায় বরতনু হেলে পড়বে—আর সে আমার এসে, করে ধরে মালা দিয়ে—

সুরমা। আহা, আর বলোনা উ, আর বলোনা, সে এক অনির্ব্বচনীয়, অভাবনীয়, স্বর্গীয় দৃশ্য—কত কবিত্ব মাথামাখি! কেউ জানবে না, শুনবে না—শুধু দুটি চোখ আর দুটি চোখের দিকে চেয়ে থাকবে—পৃথিবীতে মহাপ্রলয় হয়ে জনপ্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে না—শুধু কোমল নরম সোফার উপর চারটি চোখেব কি-যেন-কি-ভাবে চেয়ে-থাকা—আর চারিধার থেকে উঠবে অনন্ত প্রেমের অখণ্ড রাগিণী!

উষা। সেই রাগিণীর মধ্যে বাজবে শুধু হাতের কাঁকণ দুটি—গাগরীর কথা আর মনে থাকবে না, যৌবন-নিকুঞ্জে চাঁদিমা লুটোপুটি খাবে—

সুরমা। যা বলেছ উ—আর বাজবে শুধু হাতের কাঁকণ দুটি—আহা, ‘ছলভরে কত কলস্বরে’—

নন্দলালের প্রবেশ।

নন্দলাল। হ্যাঁরে টুনি—

উষা। এ কি? বাবা যে! ছিছি এমন সুন্দর মধুর অবসরে...

সুরমা। বাঁশরীর তানের পরিবর্ত্তে···

উষা। কর্কশ কণ্ঠের তানলয়হীন—‘টুনি’!

যৎকিঞ্চিৎ।

নন্দলাল। হ্যাঁরে, তোরা ও কি বিড় বিড় করছিস্?

ঊষা। হায় সু—

সুরমা। উঃ—

নন্দলাল। বলি, আমার কথাটা কাণে যাচ্ছে, না কি?

ঊষা। বাবা, মহিলাদের সঙ্গে কি রকম করে কথা বলতে হয়, তা তোমার আগে শেখা উচিত। ছি ছি কবে শিখবে?

নন্দলাল। কি শিখব রে?

সুরমা। বিশ্রম্ভালাপ!

নন্দলাল। চোপ্ বেটি! ঢলাঢলি আরম্ভ করেছ? হ্যাঁরে টুনি, আমি কি মাথামুড় খুঁড়ে মরব তোর জন্যে!

সুরমা। উ, ক্ষমা কর—অবহিতচিত্তে শোনা যাক্—

ঊষা। বেশ! (নন্দর প্রতি) কি, কি বলছ?

নন্দলাল। বলি, আজ আবার করেছিস কি, এ্যাঁ? বল্ আমার মাথা আমার মুণ্ড্—অমন বিদ্বান, ধনবান, সৎপাত্র! ভাল-মানুষি করে দেখতে এল, তাকে কি অপমান করেছিস্, বল্ আমাকে!

ঊষা। সু—

সুরমা। এ কি প্রহেলিকা! (আশ্চর্য্যভাব দেখাইল)

নন্দলাল। থাম্ বেটি—

সুরমা। বলি, আপনি ও কি বলছেন?

নন্দলাল। বলছি, আমার পিণ্ডি, আমার শ্রাদ্ধ! এমন সোণার চাঁদ ছেলে, নিজে সেধে, বাড়ী বয়ে মেয়ে দেখতে এল—তিন-তিনটে

পাশ—তা তাকে কী অপমান করেছিস্ বল্—বল্ বলছি—নৈলে আমি আজ একটা হেস্তনেস্ত করব, তবে ছাড়ব!

উষা। ওহোঃ বুঝেছি, সু, বুঝেছি!

সুরমা। কি, উ?

উষা। ঐ সেই পুরোনো কথা! সেই সব বীভৎস কাণ্ড, বর্ব্বর প্রথা—বিয়ে!

সুরমা। এ্যাঁ! বল কি, বিয়ে? (হাস্য)

নন্দলাল। দেখ্ কখনো কোন মন্দ কথা বলিনি, টুনি, এবার কিন্তু আর শুনছি না—শাপে আছড়ে মারবো—সব ঢং শিখেছ—যত কিছু বলিনা, না?

উষা। বাবা, তোমার মাথার ঠিক নেই! আগে প্রকৃতিস্থ হও, তারপর তোমার কথা শোনা যাবে, এখন এ নির্জ্জন, মধুর, বিজন সন্ধ্যায় প্রলাপ শোনবার অবসর নেই—

নন্দলাল। তবে রে বেটি, তুমি লেখপড়া শিখেছ—পণ্ডিত হয়েছ? বড় বাড় বেড়েছে—মেয়ের নিকুচি করেছে, আজ এদিক না ওদিক—আর আমার সহ্য হয় না, সত্যি, আজ আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব, তোর পিতৃহত্যার পাতক হবে, তা কিন্তু বলে রাখছি।

উষা। কি বলবে, বলনা—খালি বাজে বক্তে আরম্ভ কল্লে—

নন্দলাল। দেখ্ টুনি, বড় হয়েছিস্ মা, লেখা পড়া শিখেছিস ত, লক্ষ্মী মা আমার, বুড়ো বাপের কথাটা শোন্, তোর মা যখন চলে গেল, তখন তুই এই এতটুকু! কিসে তুই ভাল থাকবি, কিসে তোর

ভাল হয়, এই ভেবে, এই করেই আমার মাথার চুল পেকে গেল! এখন তোর বিয়েটি হলেই মা আমার সব সাধ মেটে! কেন মা, কথা শুনছিস না? না হয় কেমন বর চাই, বল্, আমি তেমনি দেখে দিচ্ছি—বিলেতফেরত বর চাস্, তাও না হয় বল্—যত টাকা লাগে, আমি তাই দিয়ে তোদের চারটি হাত এক করে দিই।

উষা। আবার সেই বিয়ে? হৃদয়ের আদানপ্রদানহীন নীরস, চিরকেলে প্রথার দাসত্ব? তারি নাম ত বিয়ে? ওঃ, সেই আদিমকাল থেকে চলে আসছে—পুরনো, চিম্‌সে, মান্ধাতার আমলের এক পচা বিয়ে, না বাবা, তা আমি পারবো না—মনে করতে যেন গা শিউরে ওঠে!

নন্দলাল। কি যে বলিস্ মা—চিরকাল সবাই বিয়ে করে আসছে—তোর ঠাকুরদা ঠাকুরমা, তোর মা বাপ, কেউ ত আর বাদ যায় নি, সবাই চিরকাল এই রকম বিয়ে করে এল, আর তুই ছাই, এ কি বল্‌ছিস্? তোর কলেজের সঙ্গীদেরও যে সব এদ্দিনে বিয়ে হয়ে গেল রে!

উষা। না বাবা, মাপ কর—আমার দ্বারা তা হবে না! জোর করে কি প্রণয় হয়?

নন্দলাল। দুর্গা, দুর্গা, আঃ, সব বলে কি? বুড়ো বাপ বলে একটু মানসম্ভ্রমও রাখে না যে! আচ্ছা, বল্ বাপু, কি বল্‌বি বল্—

সুরমা। আমি বল্‌ছি, আমি বলছি—উ'র সরম হচ্চে কিনা, বলি-বলি করে মরমের কথাগুলি সরমে ঝরে যাচ্ছে!

নন্দলাল। এ বেটি আবার বিয়াল্লিশকর্ম্মা! এ আবার ছড়া কেটে হেঁয়ালিতে কথা কয়! সাদা কথায় বল্!

সুরমা। উ অমন বিয়ে চায় না—চার ঘোড়ার গাড়ী করে ব্যাণ্ড বাজিয়ে বর এল, শাঁক বাজল, কুশাসন কলাপাতা মাছের আঁশ আলুর দমে বাড়ী যেন নরককুণ্ড হয়ে গেল, শাঁকের মলের আওয়াজে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল—

নন্দলাল। তবে কি রকম বর চায়, বল্না ছাই,—আমি না হয় কাউকে বলবো না—বর চুপি-চুপি আসবে, বিয়েটি হবে, বাস্—লোকজন খাবে না, কিছু না, তবে, শুভকর্ম্মে শাঁকটা আর না বাজে কি ক'রে বল্?

উষা। না বাবা, ঐ শাঁকটা আমার কিছুতে পছন্দ নয়—ওর আওয়াজটা বিকট, আর বাজাবার সময় মুখের যে বীভৎস ভাব হয়—উঃ! বাজনা চাই, ক্ল্যারি'নেট ত আছে—আঃ, তারপর আরো কি কি, সব বলোনা সু—

সুরমা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে বলছি, তারপর যে দাড়ী কামিয়ে, গোঁপ ছেঁটে শিল্কের জামা গায়ে বারাণসী কাপড় পরে একটা পচা বর আসবে, তাও হবে না!

নন্দলাল। তবে কি রকম টাটকা বর চাই, বল্না বাপু—মুখের কথাটা খসা, সব বুঝব ত তবে—

সুরমা। সে কোন্ বিজন বিপিনে,ভাঙা মন্দিরে, বৃষ্টি-বজ্রাঘাতের মধ্যে, কার সঙ্গে, কোন্ অপরিচিতের সঙ্গে মিলন হবে, তার পর দেখা নেই—হা-হুতাশ, দীর্ঘনিশ্বাস—দূতপ্রেরণ, অন্বেষণ,—কোথাও

নেই, সহসা মৃত্যুর দ্বারে অজানা অতিথির সঙ্গে আবার দৃষ্টি-বিনিময় —নবজীবন-সঞ্চার—আকাশে দুন্দুভিধ্বনি, অপ্সরাগণের পুষ্পবৃষ্টি— পরে ঐক্যতানবাদন ও যবনিকা পতন—

নন্দলাল। কি যে বললি তড়বড়-তড়বড় করে, মাথামুণ্ডু ভাল বুঝতেও পারলুম না! কে বিজন, কে বিপিন, কোথায়, কোন্ মন্দিরের কাছে তাদের বাড়ী, ভাল করে খুলে বল্—আমি লোক পাঠিয়ে সন্ধান নিচ্ছি—

ঊষা। ওহোঃ, তা নয়, বাবা, তা নয়—তুমি যদি তা বুঝতে, তা হলে কি এ অদ্ভুত বিবাহ-প্রস্তাব নিয়ে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করতে! কোথায় ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাবে—আমি ছাদ থেকে দেখব—বকুল-মালাগাছি আমার হাত থেকে খসে তার মুকুটের উপর পড়বে—তারপর, আমি অনাথিনী ভিখারিণী বেশে, তারি গান গেয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব, সহসা সিংহাসনে চেয়ে দেখব—এই যে আমার জীবন-দেবতা! অমনি আমার জীবন-যৌবন তার চরণে ডালি দোব—

সুরমা। আহা, আর তিনিও অমনি মাথার মুকুট পদদলিত করে সেই শুখান মালাগাছি গলা থেকে খুলে সখীর আকুল কবরীতে সংলগ্ন করে মিলন-পাশে বদ্ধ করবে, আর চারিধারে সাহানা রাগিণীতে সখীরা গেয়ে উঠবে, মধুর মিলনের অপূর্ব্ব গান!

নন্দলাল। নাঃ, এরা আমাকে পাগল করেছে! আমার মরণও হয় না ছাই—ওরে বাবু, আমি তোদের ও অনুপ্রাস-পাঁচালি কিছু শুনতে চাই না! সাদা কথায় বল্, ও ছোকরাকে অপমান করলি কেন? আমার বাড়ীতে পা দিয়েছে এই ভাগ্যি, বল্

তাকে কি বলেছিস্—বেচারী মুখখানি চূণ করে চলে গেল!

উষা। কার কথা বলছ?

সুরমা। আমি বুঝেছি—সেই যে·এসেছিল, এইমাত্র—

উষা। ওঃ, সেই হতভাগ্য প্রেমক্ষুব্ধ কিশোর!

নন্দলাল। থাম্ বেটি, ও সব ছড়া রাখ্—

উষা। রাগ করছ কেন? কি জিজ্ঞাসা করছ?

নন্দলাল। বল্, বল্ তাকে তাড়ালি কেন, বল্—বল্—

উষা। সে হতভাগ্য বিয়ে করতে চায়—

নন্দলাল। তা না ত কি তোমার বাপের গঙ্গাযাত্রা করতে চায়? তাকে কি বলেছিস্ বল্?

উষা। সে কি বিয়ে করবে? তার প্রাণে প্রণয় নেই, হৃদয়ে প্রেম নেই, রমণীর মর্য্যাদা জানে না।

নন্দলাল। সে কিরে? বলিস্ কি, এ্যাঁ—তিন তিনটে পাশ—

সুরমা। সে পাশ পাঁশ হয়ে গেছে—

নন্দলাল। থাম্ বেটি—

উষা। সে বলে, 'তোমার নাম কি?' 'তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, তোমার কি মত?' (হাস্য)

সুরমা। (হাস্য)

নন্দলাল। তা না ত সে তোমাদের মত ছড়া কাটাবে? পাজী বেটি, ছুঁচো বেটি—

ঊষা। পূর্ব্বরাগ নেই, বিরহ নেই, কিছু নেই, হঠাৎ বলে 'তোমার নাম কি ?'

সুরমা। মামা—

নন্দলাল। চোপ্ বেটি,—দুজনকে মজা দেখাচ্ছি, এবার। খেয়ে-দেয়ে, বসে-গড়িয়ে সব ধিঙ্গি হয়েছ—আহ্লাদে চোখে-কাণে দেখতে পাচ্ছনা—না ? তোমাদের দিয়ে বাসন মাজাব, জল তোলাব এবার। দাঁড়া টুনি, তোর কি হাল করি দেখ্—আর আমি শুন্‌ছি না—আর সুরি, তোকে যেমন করে পারি বহরমপুরে পাঠাচ্ছি—এর ব্যবস্থা আগে করে, তবে অন্য কথা—হাঁ !

প্রস্থান।

সুরমা। উ—

ঊষা। সু—

সুরমা। কি হবে ?

ঊষা। কি আবার হবে ? ও অমন বাবা বলে—

সুরমা। তাইত—বহরমপুর যাব ? তা হলে এমন সোণার মেঘে গা ভাসিয়ে ওড়া, এ সব কবিত্বের বন্ধন, কোথায় মিলিয়ে যাবে—সেখানে যে নিষ্ঠুর ভীষণ বাসন-মাজা, ঘর-ঝাঁট, রান্না—ওঃ অসহ্য—না উ, যাবনা, যাবনা, আমি যাবনা—

ঊষা। না সু—দোবনা, দোবনা, যেতে দোবনা—

উভয়ের ধরাধরি করিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রঙ্গ-পট।

কোরাস্‌। গীত।

আমরা ক'টি তারা খসে নেমেছি ধরায়!
ধরার বাতাস সয়না মোদের কোমল নধর কায়;—
সাজিয়ে সভা, রূপের প্রভায় মাতিয়ে দোব দিক্‌
ঢলঢলে মুখ নিয়ে সবাই, চাও কি তার অধিক?—
খাটিয়ে গতর, হব কাতর—ছি ছি সরম তায়!
মাজব বাসন, পাতব আসন, আমরা তেমন নই!
ফেসেল পাড়ি, হাঁড়ি নাড়ি, ভূতের বোঝা বই।
এ সব সভ্য করে কাব্য স্বরে, (বড় জোর) চুলগুলি ঝুলায়!

১। (আমি) এলিয়ে বেণী, জোছনা রাতে গাঁথব বকুল-ফুল!
২। (আমি) সেজে-গুজে থাকবো যেন সন্ধ্যারাণীর ভুল—
৩। (আমার) আঁচলখানি, প্রেমের নিশান, উড়বে সাঁঝের বায়!
৪। (আমি) হতাশভাবে, আকাশ-পানে, চাইব নিশিদিন!
৫। (আমার) বিরহ-শয়নে তাপিত-নয়নে ভেবে ভেবে তনু ক্ষীণ—
৬। (আমি) কে আসিবে বলে, মালাগাছি লয়ে বসি রব জানালায়!

(সকলে মিলিয়া)

সংসার অসার, কেবা বল কার, কাজ করা ভালো লাগে নাকো আর—
মলয়-কোকিল-জোছনাটা বেশ, ভাবনা নাহিক তায়—
তাই, সৌখীন কাজে কটা দিন কাটাই—যে কটা যায়।

চতুর্থ দৃশ্য।

লাবণ্যের শয়ন-কক্ষ।

হেমন্ত জামা, শাল প্রভৃতি লইয়া সজ্জাকরণে নিযুক্ত।

পানের ডিবা হস্তে লাবণ্যের প্রবেশ।

লাবণ্য। কোথায় যাচ্ছ—বল!

হেমন্ত। একটু বেড়াতে—

লাবণ্য। এই কাল সমস্ত রাত্রি থিয়েটারে কাটালে, দিনের বেলা বাইরে গান-বাজনা করলে, চোখের পাতা একটু এক করলে না—আবার বেরুচ্ছ! কখন ফিরবে?

হেমন্ত। তা, কি জানি?

লাবণ্য। না—বলতে হবে; না বললে আমি ছাড়ছি না!

(হস্তধারণ)

হেমন্ত। আঃ, কি পাগলামি করছ? সর, মোজাটা পায়ে দি'—

লাবণ্য। দাও, আমি পরিয়ে দিচ্ছি—তুমি খাটে বস।

(হেমন্তের খাটে উপবেশন; লাবণ্যের মোজা পরাইয়া দেওন ও হেমন্তের পা বুকে ধারণ)

হেমন্ত। ও আবার কি হচ্ছে?

লাবণ্য। বেশ তোমার পা দু'খানি!

হেমন্ত। আবার জ্যাঠামি?

লাবণ্য। না, সত্যি! (উঠিয়া) ঐ যাঃ, তোমাকে পান দিতে ভুলে গেছি, এই নাও! (ডিবা হইতে পান লইয়া) না, এস, আমি খাইয়ে দি! (হেমন্তের মুখে পান দিল) অমন করে দেখছ যে!

হেমন্ত। নাঃ, তুমি বড় বাড়িয়ে তুলেছ!

লাবণ্য। কি বাড়িয়ে তুলেছি—

হেমন্ত। ঢং!

লাবণ্য। কিসে দেখলে?

হেমন্ত। এই যে মোজা পরান, পান খাওয়ান; এখন সব দেখি; ছড়িগাছটা কোথায় গেল, আঃ—!

লাবণ্য। সে আমি লুকিয়ে রেখেছি—তোমার পাম্প সু'ও লুকিয়ে রেখেছি!

হেমন্ত। তবে, এ ধারে সাজালে কেন? ঠোঁটে রঙ দিয়ে—

লাবণ্য। যাও—

হেমন্ত। তবে মোজা পরিয়ে দিলে কেন?

লাবণ্য। কেন, বাড়ীতে বুঝি মোজা পরে থাকতে নেই?

হেমন্ত। তা থাকবে না কেন? তবে আজ বড় বেশী গায়ে পড়ছ—যাওনা, একটু ওদিক দেখগে না।

লাবণ্য। এখন ত আমার কোন কাজ নেই—পান-টান সাজা হয়ে- গেছে। দুপুর বেলা ত তুমি ওপরে উঠলে না, এখন একটু তোমার সঙ্গে গল্প করবার ইচ্ছে হল—

হেমন্ত। হঠাৎ এমন বেয়াড়া ইচ্ছে হল কেন?

লাবণ্য। হঠাৎ আবার কি? আসতে কি নেই?

হেমন্ত। তা থাকবে না কেন? তবে এমন অসময়ে—

লাবণ্য। অসময়েও ত বিদ্যুৎ চমকায়—

হেমন্ত। লেখাপড়াটা যদি একটু কম শিখতে, তা'হলে জ্যাঠামি-টাও কিছু কম হোত—এখন, ছড়ি আর জুতা কোথায়, বল! দেরী হয়ে যাচ্ছে—

লাবণ্য। বলেছি ত, কোথায় যাচ্ছ না বললে যেতে দোব না—

হেমন্ত। এত জবাবদিহি করে বেরুনো আমার স্বভাব নয়—

লাবণ্য। তা, এ ত জবাবদিহি করতে বলছি না—আমার জানবার সাধ হয়েছে, তাই জিজ্ঞাসা করছি—লক্ষ্মীটি, বল!

হেমন্ত। এমন ত কত যাই, রোজই ত বেড়াতে যাই—কই, কোন দিন ত জিজ্ঞাসা কর না।

লাবণ্য। আজ আমার জিজ্ঞাসা করতে সাধ হয়েছে, তাই বলছি—তোমার পায়ে পড়ি, বল—

হেমন্ত। ছড়িটা কোথায় রেখেছ? (অন্বেষণ)

লাবণ্য। (হেমন্তের নিকট যাইয়া, হাত ধরিয়া) তুমি ত বলেছ, আমাকে সুখী করবার জন্যে তুমি সব করতে পার, আজ শুধু এইটি বলতে পারছ না?

হেমন্ত। আঃ, জ্বালালে—আরে বেড়াতে যাব, বেড়াতে যাব। সঙ্গীত সমাজে নিমন্ত্রণ আছে—এখন দাও, দাও, জুতোটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ (চীৎকার করিয়া) হারু—

(নেপথ্যে—দাদাবাবু)

হারু ভৃত্যের প্রবেশ।

আমার পাম্প সু, আর ছড়ি—গাড়ী তোয়ের হয়েছে ?

হারু ! হাঁ।

হেমন্ত। আমার জুতো আর ছড়ি দে। (হারুর অন্বেষণ)

লাবণ্য। ও ঘরে টেবিলের তলায় জুতো আছে, আর ছড়ি আমি দিচ্ছি। (হারুর প্রস্থান ; মশারির চাল হইতে লাবণ্য কর্তৃক ছড়ি বাহির করিয়া দেওন)।

হারুর জুতা রাখিয়া প্রস্থান।

হেমন্ত। হোল ত ?

লাবণ্য। বলবে না ?

হেমন্ত। দেখ, বেশী বাড়াবাড়ি করোনা—যে যেমন মানুষ, তার তেমনি থাকা উচিত। আমি কি করি, না করি, তার প্রত্যেক-টির কৈফিয়ৎ দেবার জন্য তোমাকে ঘরে আনা হয় নি। যার যেটুকু গণ্ডী, তার মধ্যে থাকাই তার উচিত! তুমি স্ত্রী—তোমাকে ভালবাসি, স্নেহ করি, আদর করি, কিন্তু মাত্রা, বোধ হয়, বেশী হচ্ছে, তাই, আজ তুমি বাড়িয়ে তুলেছ—

লাবণ্য। থাক্, আর বলতে হবে না,—আমি বারণ করছি না—যেখানে যেতে চাও, যাও, কিন্তু ফিরে এসে আমাকে আর দেখতে পাবে না!

হেমন্ত। (ফিরিয়া লাবণ্যের নাসিকা ধরিয়া ঈষৎ নাড়িয়া) পাগলী, অমনি রাগ হল ?

লাবণ্য। (মুখ ফিরাইয়া) নাঃ, রাগ হতে যাবে কেন ?

হেমন্ত। হ্যাঁ, তুমি রাগ করেছ। বল, তোমার কি মনে হচ্ছে—বল!

লাবণ্য। কি আর বলব? তুমি যেখানে যাচ্ছ তা—

হেমন্ত। তা কি?

লাবণ্য। আমি তা জানি—

(নেপথ্যে, হেমন্তের জনৈক বন্ধু—কি হে দত্ত, আজ যে উবে গেলে দেখছি—নাব্‌বে না না, কি? Coward!)

হেমন্ত। কি জান, বল?

লাবণ্য। না, সে আমি বলতে চাই না—

হেমন্ত। তোমাকে বলতেই হবে, বল, লক্ষ্মীটি—

লাবণ্য। আর আদরে কাজ নেই——

হেমন্ত। বলবে না?

লাবণ্য। কোথায় তা আমি কি জানি? কাল যেখানে গিয়েছিলে, আজো সেখানে যাচ্ছ,—আজ ক'মাস যাচ্ছ—আমাকে মিছে করে কেন বলতে, সঙ্গীত সমাজে যাই, পরিষদে যাই, থিয়েটারে যাই, ঈড্‌ন্-গার্ডেনে যাই—এ মিছে বলবার কোন দরকার ছিল না—

হেমন্ত। বাঃ বাঃ বাঃ, লেখাপড়া-শেখার সুন্দর ফল ত! স্বামীকে অবিশ্বাস করছ?

লাবণ্য। অবিশ্বাস? তা ত বলবেই! তুমি দুপুর বেলা আমাকে না দেখলে থাকতে পারতে না, এখন একবার ওপরে ওঠ না, ভাল করে আমাকে আদর করতে পার না, ভাল করে আমার মুখের দিকে চাইতে পার না, আগে আমার সঙ্গে তোমার কথা ফুরোত না,

আর এখন, আমি বেশী দুটো কইতে গেলে বল,'ঘুম পাচ্ছে'—কোন-মতে আমার পাশ কাটাতে পারলে আরাম বোধ কর—তুমি কি মনে কর, আমি কিছু বুঝতে পারি না ? আমি সব বুঝি।

হেমন্ত। Well done ! কতকগুলো কি মনে করে বেশ গড়ে তুলেছ ত ! আচ্ছা, আমি বেড়াতে যাই, কি কোথায় যাই, তুমি সহিসকে জিজ্ঞাসা কর, সুকুকে দিয়ে না হয় জানতে পাঠাও—

লাবণ্য। তা কেন জানতে যাব ? আমি কারুকে বলতে চাই না, তুমি ত বুঝতেই পারছ—আমি সব বুঝি, টের পাচ্ছি, আমার কি হয়েছে—

হেমন্ত। লাবু—

লাবণ্য। আর আদর কেন ? কোন কাজ নেই—আমাকে একটু বিষ দাও—দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হও—

হেমন্ত। আদর করছি না, লাবু, তবে শোন, তুমি জানতে পেরেছ ভালই হয়েছে। আমারো এই লুকোচুরির ভাবটা ভাল লাগছিল না—আজ থেকে চক্ষুলজ্জার হাত এড়ালুম, এ কি একটা কম সোয়াস্তি !

লাবণ্য। (হেমন্তের পায়ে ধরিয়া) তোমার পায়ে পড়ি—কেন তুমি এমন হলে ? তোমার জন্যেই আমার জীবন, কিসে তোমাকে সুখী করব, তাই আমার একমাত্র চিন্তা—তুমি যখন যে রকমে সুখী হতে চেয়েছ, তখনি সেই রকমে তোমাকে সুখী করেছি। তোমার ইচ্ছায় গান শিখেছি, তোমাকে সুখী করবার জন্য দুপুর বেলা তোমার

যৎকিঞ্চিৎ।

সামনে পিয়ানো বাজিয়ে পর্য্যন্ত গান গেয়েছি—তবে কিসে তুমি আমাকে পায়ে ঠেল্‌ছ ?

হেমন্ত। কবে তোমাকে পায়ে ঠেলেছি লাবু—তুমি আমার মাথার মণি !

লাবণ্য। দেখ, আলস্যই সকল রোগের মূল। নিষ্কর্ম্মা হয়ে ঘরে বসে থাকলে মানুষ মাটি হয়ে যায়। তুমি ঐ লক্ষ্মীছাড়াগুলোকে বাড়ী ঢুকতে দিওনা। ওদের পরামর্শ নিয়োনা। ওপরে বসে গান-বাজনা কর, যা সখ হয় কর, কেবল ওদের নীচ সংসর্গ ছেড়ে দাও। নিজের সুনাম কেন নষ্ট করবে ? দেখ দেখি, এই সব বড়লোকেরা নানারকমে স্বদেশীর সাহায্য করছে—তাঁত আনিয়ে, মিল খুলে, দেশের কাজে মন দিয়ে কেমন উপকার করছে ; এ সব কুসংসর্গ, হীন নীচ চিন্তা ছেড়ে একবার ঐ সব দিকে মন দাও দেখি। ঠাকুরপো বলছিল, সেদিন—

হেমন্ত। থাক্, ও সব কথা আমি বুঝি, ও আর বোঝাবে কি ? এরা কি বলে জান ? চুনি, কার্ত্তিক, ওরা আমাদের সঙ্গে পড়তো, ওদের নাম-ডাক কেমন, তা'ত জান ; কিন্তু বাগান আর ও সখটা সকলেরই আছে। কি জান, ওটা না হলে তেমন মান হয় না, লোকে পোঁছে না—বড়লোক বলে যখন একটা নাম-ডাক আছে, তখন একটা বাগান, তবে গিয়ে দুটো মেয়েমানুষ—এ—না হলে (লাবণ্য প্রস্থানোদ্যতা) দেখ, রাগ করোনা, আমি ত আর তোমাকে অযত্ন করছি না, অনাদর করছি না—

লাবণ্যের প্রস্থান।

(নেপথ্যে—কিহে দত্ত, নাবছ ? না, আমরা যাব ?)

হেমন্ত। না, না, এই যাচ্ছি—আঃ, কি গেরো !

প্রস্থান।

লাবণ্যের প্রবেশ।

লাবণ্য। উঃ ! (শয্যোপরি বালিশে মুখ গুঁজিয়া রোদন)

সুকুমারের প্রবেশ।

সুকুমার। (স্বগত) এ কি, বৌদি কাঁদছে ? দাদা চলে গেল না ? দাদার কথা কি জান্‌তে পেরেছে ? দাদা কি কোন অত্যাচার করেছে ? তাইত—আমাকে দেখলে বৌদি হয়ত অপ্রতিভ হবে ! আমি কি পাষণ্ড, নিজের সুখের জন্যে ছটফট্ করে বেড়াচ্ছি, কিন্তু বৌদির এ দুঃখ দূর করতে, দাদাকে ফেরাতে ত একটুও চেষ্টা করিনি ! (প্রকাশ্যে) বৌদি—

লাবণ্য। (মুখ তুলিয়া) কে ? ঠাকুরপো—

সুকুমার। তুমি কাঁদ্‌ছ, বৌদি ?

লাবণ্য। না, শুধু শুধু কাঁদব কেন ? উঃ, মাথাটা এমনি ধরেছে, ঠাকুরপো—স্মেলিং শল্টের শিশিটা কোথা ভাই ?

সুকুমার। দাদা না এই মাত্র চলে গেল !

লাবণ্য। হ্যাঁ, ওদের সঙ্গীত সমাজে আজ ভারী ধুম ! আচ্ছা, ঠাকুরপো, তুমি কেন সঙ্গীত সমাজে যাও না ? সঙ্গীত সমাজের থিয়েটার, এ সব থিয়েটারের চেয়ে ভাল হয়, না ?

যৎকিঞ্চিৎ।

সুকুমার। তা আর হবে না, বৌদি? তাঁরা সব কত বড়-বড় লোক Play করছেন্? যাক্, আমি স্মেলিং শল্টের শিশিটা আন্‌ছি।

প্রস্থান।

লাবণ্য। ঠাকুরপো কি জান্‌তে পেরেছে? বোধ হয়,পেরেছে, নৈলে কান্নার কথা তুলবে কেন? কিন্তু খুব শক্ত হতে হবে—ও যেন জানতে না পারে। এ কষ্ট কারুকে বলবার নয়! ওকে নিশ্চয় আমি ফেরাব—তা যদি না পারি, ত আমি কিসের স্ত্রী! আমার এখন রাগ করবার সময় নয়, দুঃখ করবার সময় নয়, অভিমান করবার সময় নয়, বুক বেঁধে দাঁড়াতে হবে, শুধু ভালবাসায় এ দায় থেকে উদ্ধার হতে হবে। পাগল!—আমাকে আবার লুকুতে চায়, আমি মুখের ভাব থেকে, কথাবার্ত্তা থেকে যে সব বুঝতে পেরেছি—এই যে ঠাকুরপো আসছে—

স্মেলিংশল্টের শিশি লইয়া সুকুমারের পুনঃ-প্রবেশ।

আঃ, দাও ত ভাই, খুঁজে-খুঁজে আমি একেবারে হায়রাণ--- তোমার দাদা ত বকেই খুন—জানই ত মেজাজ, বলে, কোথায় কি রাখ, হুঁস থাকে না! (ঘন ঘন আঘ্রাণ) আঃ, একটু যেন আরাম হল—

সুকুমার। (স্বগত) দাদার কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দোবনা—বৌদির মনের এতটুকু কষ্টও আমার সহ্য হবে না—(এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।)

লাবণ্য। (শিশি আঘ্রাণ) কি ঠাকুরপো, ঘুরঘুর করছ যে? খপর কি?

সুকুমার। নাঃ, খপর আর কি ?

লাবণ্য। (শিশি আঘ্রাণ) আঃ, খপর বেশ আছে—কি যেন বল্‌বে-বল্‌বে করছ—করিমগঞ্জের বিলাতী দোকান লুঠ, না চক্রধরপুরে ফুলারের অভিনন্দন—কিছু না ? তবে বুঝি, কবিতা লিখেছ ?

সুকুমার। হ্যাঁঃ, তুমিও যেমন বৌদি ?

লাবণ্য। (শিশি আঘ্রাণ) আঃ, বলনা ঠাকুরপো,—এমন অসময়ে বিনয়ের সঙ্গে হেদোয় না ঘুরে, এখানে ? নিশ্চয় একটা কিছু মতলব আছে—একটা কিছু দাঁও-টাও মেরেছ, বোধ হচ্ছে—

সুকুমার। হ্যাঁঃ, তেমনি অদৃষ্ট কিনা আমার—

লাবণ্য। একি, হঠাৎ যে গম্ভীর হয়ে উঠলে ?

সুকুমার। বলছি সব কথা বৌদি, কিন্তু শুধু শুনলে হবে না, উপায় করতে হবে।

লাবণ্য। (শিশি আঘ্রাণ) কিসের উপায় ?

সুকুমার। তুমি ঠাট্টা করবেনা, বল ?

লাবণ্য। (শিশি আঘ্রাণ) কেন, ঠাট্টা করব কেন ?

সুকুমার। তোমাকে এর উপায় করতেই হবে বৌদি, না হলে আমি বাঁচবো না—সত্যি বলছি—

লাবণ্য। ইঃ, অবস্থা যে ক্রমেই সঙ্গিন্ হয়ে উঠছে—ভূমিকা রেখে এখন বল দেখি—

সুকুমার। ঐ মোড়ের বাড়ীটা অবিশ্যি দেখেছ, আমাদের

ছাদ থেকে ঐ যে হলদে বারাণ্ডাটা দেখা যায়—ঐ যে দু'চারখানা বাড়ীর পরেই—

লাবণ্য। ঐ ছাদের আলসেয় কতকগুলো ফুলের টব বসানো আছে?

সুকুমার। (ব্যগ্রভাবে) হাঁ হাঁ, ঐ বাড়ীটা—

লাবণ্য। তা ও বাড়ীটা কি করেছে?

সুকুমার। ওখানা নন্দ মিত্তিরের বাড়ী, তা, ঐ নন্দ মিত্তির বড় ধরেছে—

লাবণ্য। কেন? স্বদেশীর চাঁদার জন্যে?

সুকুমার। আহা, না, না, তা কেন? তার একটি মেয়ে আছে।

লাবণ্য। সে-ই যাকে কলেজের বোর্ডিংয়ে রেখে বুড়ো পশ্চিম যায়?

সুকুমার। হাঁ, ঠিক ঐ মেয়েটির কথাই বল্‌ছিলুম—

লাবণ্য। তা সে মেয়েটিকে কি জীবন-সঙ্গিনী করতে হবে না কি?

সুকুমার। বড্ড ধরেছে বুড়ো—তাইত, কি করি বৌদি, ভারী মুস্কিলে পড়েছি।

লাবণ্য। কেন, তুমি ত বলেইছ যে দেশের এই দুর্দ্দিনে বিয়ে-ফিয়ে কোন রকম স্বার্থগণ্ডীর মধ্যে ধরা দেবেনা—স্পষ্ট তাই বলে ফেলনা।

সুকুমার। তা'ত বলছি—কিন্তু বুড়ো একেবারে নাছোড়বন্দা—আমার রাস্তায় বেরুনো দায় হয়ে উঠলো—

লাবণ্য। তুমি না হয় বুড়োকে দেখা দিয়োনা—দিনকতক গা-ঢাকা দাও।

সুকুমার। তার মানে?

লাবণ্য। ওয়াল্টেয়ার-ফোয়াল্টেয়ার ঘুরে এস।

সুকুমার। সেটা কি ভাল দেখাবে বৌদি—নেহাৎ পাড়ার লোকটা—

লাবণ্য। ওঃ, তাই বল—বুড়ো যত নাছোড়বন্দা হোক্ না হোক্, তুমি নাছোড়বন্দা!

সুকুমার। আর লুকিয়ে কাজ কি? তবে তাই বৌদি—আমার কবিতার উৎস ঐ মেয়েটিই—ওকে বিয়ে করতে না পেলে, উঃ (দীর্ঘনিশ্বাস), আমি সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাব।

লাবণ্য। তাইত কবিবর, অবস্থা এমন শোচনীয় কবে থেকে হল?

সুকুমার। আর ঠাট্টা করোনা বৌদি, আমি আর চেপে থাকতে পারলুম না—লজ্জার মাথা খেয়ে তোমাকে ত সব বল্লুম, এখন তুমি এর উপায় কর।

লাবণ্য। অর্থাৎ চার হাত এক করে দাও—বেশ, তোমার দাদাকে বলি—

সুকুমার। দাদাকে নন্দ মিত্তির বলেছিল, দাদা বলেছে, সুকুর যদি মত হয়, ত হোক্ না।

লাবণ্য। তবে পিসিমা-টিসিমাকে বলি, ভট্‌চায্যি মশাইকে ডাকান যাক্, পাঁজি দেখানো হোক্।

যৎকিঞ্চিৎ।

সুকুমার। তা হলে আর ভাবনা কি ছিল?—মেয়েটি বিয়ে কর্‌তে চায় না—

লাবণ্য। সে আবার কি?

সুকুমার। তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, বলে উপন্যাসের মত প্রণয় হলনা, কিছু না, একেবারে বিয়ে! সে, বৌদি, ধাতে নেই, তার নিশ্চয় মাথা খারাপ!

লাবণ্য। তা, এ পাগলীকে নিয়ে কি করবে?

সুকুমার। তাদের বাড়ীতে গিন্নিবান্নি ত কেউ নেই, কেই বা দেখে-শোনে, কাজেই লেখাপড়ার ঝাঁজে ঐ রকম বাজে বকে; তোমার হাতে পড়লেই ও দুদিনে ঢিট্ হয়ে যাবে,—তবে কোন বেতর ঢং নেই, যাতে লোকের মাথা হেঁট হয় এমন কোন আচরণ তার নেই। চোখ দুটি যেন সরলতায় মাথা!

লাবণ্য। তুমি দেখেছো—এমন নিখুঁত চোখ, তা অবধি দেখেছো?

সুকুমার। কতবার!

লাবণ্য। ওঃ, তাই তোমার ছাদে না উঠলে পড়া হয়না, বটে?

সুকুমার। তার বাপ আজ ধরে মেয়ে দেখতে নিয়ে গেছল। মেয়ের নাম জিগ্‌গেস কল্লুম, তা হেসে কতকগুলো কি যে আবোল-তাবোল বকলে, আমি মাথা তুলতে পাল্লুম না, আস্তে-আস্তে পালিয়ে এলুম।

লাবণ্য। রণে ভঙ্গ দিয়ে! এ্যাঁ? তা এ সব কথা ত ঘুণাক্ষরেও আমাকে জানাওনি, ভাই, কবিতার উৎস—?

সুকুমার। লজ্জায় বলিনি বৌদি—একেবারে তোমাকে চম্‌কে দোব ভেবেছিলুম—

লাবণ্য। তা চম্‌কে এখনো দিয়েছ। আমি তোমাকে নিরীহ কবি বলেই জানতুম—তা, তোমার "আকাশ ও সাগরের" খাতাটা কোথায় ?

সুকুমার। চুলোয় যাক্ সে খাতা। এ বিয়ের বন্দোবস্ত করে দাও, বৌদি, না হলে সত্যি আমি মরে যাব—

লাবণ্য। আহা, একেবারে heart fail করে, না ?

সুকুমার। সত্যি, ঠাট্টা নয়—

লাবণ্য। তা ত ঠিক, আমিই কি ঠাট্টা কচ্ছি—আমি কি নভেল পড়িনি—তা মোদ্দা অত ছট্‌ফট্ করলে আমি কিছু করতে পারবো না—আমি যা বলি শোন—

সুকুমার। বল।

লাবণ্য। ও রোগটি দেখতে হবে—

সুকুমার। হাঁ।

লাবণ্য। বুঝতে হবে—

সুকুমার। বেশ !

লাবণ্য। সারাতে হবে—

সুকুমার। নিশ্চয়—

লাবণ্য। তারপর বিয়ে।

সুকুমার। বড্ড দেরী হয়ে যাবে—তাইত, তা—

লাবণ্য। তা না হলে কি করে হবে—সে বিয়ে করতে চায় না।

যৎকিঞ্চিৎ।

সুকুমার। তা ত ঠিক!—তা কি উপায় করবে?

লাবণ্য। সে বিবেচনা করা যাবে—এখন তুমি এক কাজ কর দেখি—ঐ নন্দমিত্তিরকে আর ওঁদের বাড়ীর অন্য অন্য পুরুষ-মানুষদের কাল বাড়ী থেকে কোন ফিকিরে আর কোথাও পাঠাও—আমি একবার গাড়ী করে ওঁদের বাড়ী যাই, মেয়েটাকে দেখি; তারপর, যে রকম ব্যবস্থা উচিত মনে হয় তাই করব—কিন্তু এ কথা আর কারুকে বলতে পাচ্ছনা—খালি তুমি আর আমি জানব।

সুকুমার। আচ্ছা, তা সুবিধেই আছে—ও নন্দ মিত্তিরদের বাড়ী পুরুষমানুষের মধ্যে ও-ই সবে-ধন নীলমণি—তা তাকে আর কোথাও পাঠান যাবে—

লাবণ্য। তুমি না হয় তাকে বলো যে তোমার একটি আত্মীয়া মেয়েটিকে দেখতে চান—যদি ভালো করা যায়—

সুকুমার। তাইত, আমি নিজে কিন্তু বলতে পারবো না, বৌদি, সে আমার ভারী লজ্জা করবে—

লাবণ্য। ই-হি-হি—দেখো, ভারী লজ্জা—বটেই ত! মেয়ে দেখবার সময় লজ্জা হয়নি ত?

সুকুমার। তা হয়নি বটে, কিন্তু যখন আসি, গোবিন্দ চাটুয্যের সঙ্গে দেখা হল, তখন ভারী লজ্জা হল!—

লাবণ্য। তবে উপায়?

সুকুমার। বিনয়কে দিয়ে ব্যবস্থা করব!

লাবণ্য। আবার বিনয়?

সুকুমার। আঃ বৌদি, তুমি জাননা, সে বেশ চালাকি করে বলতে পারবে—আর বিনয় তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করে—সে বলে তার নিজের মার চেয়ে সে তোমাকে বেশী ভক্তি করে—

লাবণ্য। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন ও সব কথা থাক্—এখন পরামর্শ করা যাক্, এস—

সুকুমার। তুমি দেরী করোনা, বৌদি, আবার চোত্‌মাস পড়ে যাবে—ফাল্গুন মাসের মধ্যে যেমন করে হোক্ বিয়েটা লাগাতেই হবে!

লাবণ্য। আহা, মধুর বসন্তে! তাইত ধৈর্য্য যে আর ধরেনা! পাঁজিগুলো নেহাৎ অসভ্য, না? ফি মাসে বিয়ের দিন লেখে না—

সুকুমার। এ বিয়েটা যদি লাগাতে পার, বৌদি, তাহলে—

লাবণ্য। তা হলে কি বকশিশ দেবে, বল?

সুকুমার। তা হলে, তুমি হরিণ পুষবে বলেছিলে, আমি খুব ভাল দেখে একটা হরিণ কিনে দোব—

লাবণ্য। শুধু তাই নয়—শিল্প-বিত্থালয়ে ৫০০টি টাকা গুণে দিতে হবে তোমাকে—

সুকুমার। যা বল বৌদি তাতেই রাজী।

লাবণ্য। আঃ, কি ভাল ছেলে গা—যেন প্রথম-ভাগের গোপাল, যা পায়, তাই খায়—তেমনি, যা বল তাই—এ্যাঁ? আচ্ছা তা এখন আমি নিচেয় যাচ্ছি, তুমিও আকাশের তারা না গুণে একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে এস গে; তার পর রাত্রে আরো পরামর্শ আঁটা যাবে—

যৎকিঞ্চিৎ।

সুকুমার। বেশ; হ্যাঁ, মাথাধরাটা ছাড়লো বৌদি? একটু ল্যাভেণ্ডার দাও না।

লাবণ্য। অনেকটা কমেছে—মাথা একেবারে তুলতে পারছিলুম না—মাথার যন্ত্রণায় কান্না পাচ্ছিল।

স্মেলিং সল্ট আঘ্রাণ করিতে করিতে প্রস্থান।

সুকুমার। আহা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! লেখাপড়া শিখলে, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথাটি ঠিক রাখলে স্ত্রীলোক কি দেবীত্বে ভূষিত হতে পারে, বৌদি তার সাক্ষী! এই বৌদিকে দাদা হেনস্থা কচ্চে? ছি ছি—আমি যদি মানুষ হই ত যেমন করে পারি, দাদাকে ফেরাবই। প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

গঙ্গাতীরস্থ পথ।

রমণীগণের প্রবেশ।

গীত।

চল্ চল্ চল্ চল্, সবে ধীরে ধীরে—
সোনার তনুটি, সই, খেলাতে নীরে!
ছল ছল করি হাসে ঐ ঢেউ—
ভয় নেই, ওলো—পথে নাইক ত কেউ;
কাজ কি, নয়, মাথায় কাপড় টেনে দে রে!

হাঁড়লা কুকুর কত পথে থাকে,
ওমা ছিছি, মুখের পানে খালি চেয়ে দেখে—
আ ছি ছি, আ ছি ছি, ছি ছি ছি রে।
দিই গে দুটো ডুব, ও তায় ঠাণ্ডা হবি খুব,
ভালো না ফুটতে আলো, যাব লো ফিরে!

প্রস্থান।

নন্দলাল ও বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। আপনার উদ্বেগের যাতে শান্তি হয়, তার চেষ্টা করা ত আমাদের কর্ত্তব্য! বলেন কি, পাড়ার ভিতর আপনি একজন গণ্য-মান্য বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি, আপনাকে দেখবো না?

নন্দলাল। তোমার কথাগুলি বাবা বেশ,—তা, কি দেখ ঐ নকুড় দত্তর ছেলেটিই আমার পছন্দ, নকুড়ের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, আরো কি জান, ছেলেটি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র—

বিনয়। আজ্ঞে, তা আর বল্‌তে! অমন ছেলে কি আজকালের বাজারে মেলে?

নন্দলাল। তোমার নামটি কি বাবা? বেশ নামটি! তুমি আমার প্রাণধনের ছেলে—সব এই টুকু-টুকু দেখেছিলুম, এখন সব বড় হয়ে পড়েছ—ওঃ প্রাণধন গাঙ্গুলি আর নন্দ মিত্তির একেবারে হরিহর-আত্মা ছিল—তা, হাঁ, তোমার নামটি বাবা কি বলছিলে? বিশ্বম্ভর?

বিনয়। আজ্ঞে না, বিনয়!

নন্দলাল। বেশ নাম, দিব্যি! যেমনি নাম, তেমনি স্বভাব—আহা বেঁচে থাকো, বাবা, বেঁচে থাকো!

যৎকিঞ্চিৎ।

বিনয়। হ্যাঁ, তা হলে যা বলছিলুম্— দিদি বলছিলেন কি না যে বাড়ীতে গিন্নিবান্নি ত তেমন কেউ নেই, যে, একটু বোঝাবে-সোঝাবে —একে লেখাপড়ার গরম, তায় একা থেকে থেকে কেমন মাথা খারাপ হয়ে গেছে—পাঁচজন মেয়েছেলের সঙ্গে দুটো কথাবার্ত্তা কইতে কইতে সেরে উঠতে পারে।

নন্দলাল। আহা, তাই বল বাবা, তাই বল! ঐ মেয়েটা হোল আমার প্রাণ—ওটা যখন এই এত-টুকু, তখন ত ওর মা চলে যান্, তার পর হাতে করে মানুষ করেছি—সংসারের একমাত্র বন্ধন, বলত বাবা, ওটার জন্যে আধ-মরা হয়ে রয়েছি—আহা, ঐ নকুড়ের ছেলে-টির হাতে সমর্পণ করতে পারলে আমার মাথার বোঝা নামে, আমি একটু আরামে মরতে পারি!

বিনয়। আজ্ঞে, সে কথা ত ঠিকই বল্ছেন! দেখুন তাহলে এক কাজ করা যাক্—দিদিও বলছিলেন! আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে পরেশনাথের বাগানে বেড়াতে যাবেন—দিদিরাও যাবেন; সেইখানে একটু খোলা হাওয়ায় দু'চারদিন বেড়িয়ে-চেড়িয়ে, তবে পাঁচরকম কথাবার্ত্তায় যদি ক্রমশ কিছু সুস্থ হয়! আপনি নিজেই তা হলে নিয়ে যাবেন—দিদিকেও খাওয়া-দাওয়ার পরে আমি নিয়ে যাব—এই রকম একদিন পরেশনাথ, একদিন চিঁড়িয়াখানা, একদিন সাতপুকুর, একদিন শিবপুরের বাগান—

নন্দলাল। বলেছ ভাল বাবা, বলেছ ভাল! তা, আমি তা হলে বেলা ১১।১২ টার সময়ই নিয়ে যাব—তুমি বাবা তোমার দিদিকে বলো, আমার টুনিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভালো করে দিতে

হবে- আহা, প্রাণধনের তোমরা—আমারো ত কিছু পর নও—তাহলে—হ্যাঁ, তোমার নামটি বাবা কি বলছিলে—আহা, কি বৈকুণ্ঠ, না বিশ্বম্ভর—

বিনয়। আজ্ঞে, বিনয়!

নন্দলাল। হ্যাঁ হ্যাঁ বিনয়! দেখ বাবা বিনয়, তোমায় দেখে বড় খুসী হলুম—তা হলে মনে করে তোমার দিদিকে নিয়ে পরেশনাথে যেও বাবা, দুপুরবেলা সেখানে লোকজনও ত বেশী থাকে না। কি জান বাবা বিনয়, শুধু এই নয়—ঐ নকুড়ের ছেলেটির সঙ্গে টুনির বিয়েটি যাতে হয়, এ'ও তোমাকে করতে হবে! তুমি প্রাণধনের ছেলে, ঘরের লোক, টুনির বড় ভাই, এ ত তোমারো কাজ!

বিনয়। আজ্ঞে আমাকে এত কেন বলছেন-

নন্দলাল। তা হলে আমি বাবা চট্ করে দুটো ডুব দিয়ে আসি—প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করলে শরীর বড়ই ভাল থাকে—তা হলে, বাবা ঐ বেলা ১১।১২টা কেমন?

বিনয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে করে তা হলে যাবেন, আমি বরং আর একবার আপনার সঙ্গে দেখা করবো'খন!

নন্দলাল। ঐ, হ্যাঁ হ্যাঁ, তা হলেই হল—তা হলে—বাবা—আমি ডুবটা দিয়ে আসি— প্রস্থান।

সুকুমারের প্রবেশ।

সুকুমার। কি হে বাগালে কেমন?

বিনয়। সব ত শুনলে?

যৎকিঞ্চিৎ।

সুকুমার। তা ত শুনলুম—

বিনয়। দেখ ভাই, এমন করে ঘটকালি লাগিয়ে দিয়েছি—শুভদৃষ্টি হলে ভাল করে খাওয়াতে হচ্ছে!

সুকুমার। কদিন চাও?

বিনয়। হোটেলে বেশ ভাল করে গুণে একটি মাস খাওয়াতে হচ্ছে, না হলে ছাড়ছি না!

সুকুমার। আচ্ছা ভাই আগে বরাতে ত লাগুক্—

বিনয়। তোমার বৌদি যখন ভার নিয়েছেন, তখন ও ব্যাদড়া রোগ আরাম না হয়ে যায় না; মোদ্দা তোমার দাদার সম্বন্ধে কি করা যায় বল দেখি?

সুকুমার। হ্যাঁ, দেখ, ঐ গয়গবাক্ষগুলোকে কোনমতে ঘেঁটিয়ে চটিয়ে দিলে হয় না—তার পর একবার এই স্বদেশীতে ভিড়িয়ে দিতে পারি!

বিনয়। যা বলেছো—আচ্ছা, দেখা যাক্, এসো—

উভয়ের প্রস্থান।

বালকগণের প্রবেশ।

গীত।

কাঙালিনী মায়ের পানে, চা তোরা চা!
হোক না সে তোর শ্রীহীন, মলিন, সে তো তোদেরি মা!
ধূলায় লুটায় মায়ের আঁচল,
আঁখিধারা বয়ে ভিতিছে কপোল;
মা বলে তোরা একবার ডেকে মার কোলে ফিরে যা!

হাহাকার ঘুচে অভিনব সুখে,
ফুটিবে আবার স্নেহহাসি মুখে ;
আপনার মায়ে চিনে শুধু তোরা মা বলে কাছে যা !

প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

পরেশনাথের বাগান ।

লাবণ্য ও সুকুমার ।

সুকুমার । (ঘড়ি দেখিয়া) এই যে ১২টা বাজে, তারা এলো বলে !

লাবণ্য । তুমি বেশ আড়ালে-আড়ালে থেকো ; যখন যেমন দরকার হবে, তেমনি চাল চালবে ; মনে আছে ত ?

সুকুমার । বেশ মনে আছে !

লাবণ্য । আমাকে পুরুষমানুষের মত দেখতে হয়নি ? গায়ে আলষ্টার, পায়ে পাম্প সু ! মাথায় পাগড়ী হলেই ভাল হোত !

সুকুমার । কেন এ থিয়েটারী পরচুল মন্দ কি ? বেশ রবি-ঠাকুর রবি-ঠাকুর দেখাচ্ছে—এখন দেখব বৌদি তোমার হাত-যশ ।

লাবণ্য । তোমারও কপাল ! এখন খুব সাবধান, যেন কেউ জানতে না পারে—তা হলে খপরের কাগজওলারা একটা টিটিক্কার করবে ।

সুকুমার। হ্যাঁ, তুমিও যেমন বৌদি, এমন নিরিবিলি জায়গা— কেই বা টের পাবে? এই যে ওরা আসছে—ঐ যে বিনয় আসছে—একটু ওধারে চল—

লাবণ্য। ঠিক বলেছ—চল—

উভয়ের প্রস্থান।

নন্দলাল ও বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। দিদিরা এসেছেন তাঁরা ঐ মন্দির দেখছেন; এইখানে এই বেঞ্চে ওঁদের বসতে বলুন না! আসুন, আমরা একটু ওদিকে যাই; দিদিকে আমি খপর দিচ্ছি।

প্রস্থান।

নন্দ। টুনি, আয় না! ওকে আবার লজ্জা কি? ও তোর দাদা হয় যে—

ঊষা ও সুরমার প্রবেশ।

নে, এই বেঞ্চে বোস্ দেখি। কেমন জায়গা? বেশ, না? কেমন সব সাজানো থাম, বাঁধানো পুকুর; এখানে একটু বোস্, আমি গাড়ীটার একটা বন্দোবস্ত করে রেখে আসি—

প্রস্থান।

ঊষা। সু—

সুরমা। এই যে উ—(উভয়ের উপবেশন)

ঊষা। বেশ জায়গা—শয়নে-স্বপনে এই মধুর শোভা আমার প্রাণে উঁকি মারছিল—আহা, কি সুন্দর!

সুরমা। চুপ কর, কে গান গাচ্ছে না?

অন্যমনস্কভাবে লাবণ্যের গান গাহিতে গাহিতে পরিক্রমণ।

গীত।

"এখনো, তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি।
মনপ্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি—
শুনেছি মূরতি কালো, তারে না দেখাই ভালো
সখি বল আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি!"

প্রস্থান।

ঊষা। আহাহা একি স্বপ্নরাজ্য! সু, সু, কে এ সুন্দর পুরুষ? কি গান এ গায়?

সুরমা। আর বলোনা উ, আর বলোনা, আমার চিত্ত-চকোর উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রয়েছে—

ঊষা। কাণে যেন গানের তানটি লেগে রয়েছে—এ যে আকুল-করা গান শেষে কি পাগল হব?

সুরমা। এ কি ইন্দ্রজাল! উ, এইখানেই তোমার চিরবাঞ্ছিত আছে—আঃ মলয়ের কি স্নিগ্ধ বীজন!—

ঊষা। প্রকৃতির কি মোহন নৃত্য! ইচ্ছা করছে, গানের তান হয়ে বাতাসে ভেসে যাই—

গীত।

হৃদয় ছুঁয়ে, গেয়ে কে গেল ফিরে!
উদাস পরাণ আমি বাঁধিতে নারি রে!
বাঁধন পড়িছে খসি, সরম চলেছে ভাসি
বেদনা আকুল কি যে, পরাণে ফুটিছে ধীরে!
কে যেন ডাকিছে মনে, কোথা কোন ফুলবনে,
কোথা সে—ব্যথা-ভরে নয়ন ঝুরিছে নীরে!

সু, সু—আমার প্রাণ আর সান্ত্বনা মানে না—আমি ত চোখে তাকে দেখিনি, তার গানের তান আমার প্রাণের মধ্যে আকুল আর্ত্তস্বরে ফুকারে ঘোরে!

সুরমা। স্থির হও, উ, স্থির হও, বোঝ, কোথায় কে অজানা পথিক গান গেয়ে গেল, অমনি তোমার মনোকুরঙ্গ অধীর আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠল?

উষা। তুমি জাননা সু—প্রেমের আবেশ নিমেষ-পরশে—বাঙলা অপেরা দেখনি—আপনার কাজ শেষ করে যায়। চুপ, আবার ঐ গান হচ্ছে—

লাবণ্যের গাহিতে গাহিতে পুনঃ-প্রবেশ।

গীত।

"সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল
নিশি-ভোরে যোগী ভিখারী—
কেন করুণ সুরে বীণা বাজিল"—

প্রস্থান।

উষা। উঃ, আর আমি বাঁচিনা—আর এ বিফল জীবনে, বিফল জনমে কাজ কি? এই নর্ম্মরতলে এ প্রাণ কেন চলে যাক্ না! আমার পৃথিবীর সব সাধ মিটেছে। দাঁড়াও, দাঁড়াও, কে তুমি মূর্ত্তিমান গানের স্বরটুকু—কে তুমি? তুমি যেই হও, দেব-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর—কমেডির কমনীয় কান্ত—

সুরমা। অপেরার নায়ক, 'প্যাণ্টোমাইনের ডাম্‌সো'—

ঊষা। মেলো-ড্রামার হিরো—যেই হও, আমাকে নাও—সু, সু আমার কি হবে?

সুরমা। যতক্ষণ দাঁড়িয়ে গাইছিল, ততক্ষণ কিছু বল্‌লে না কেন?

ঊষা। তখন কি আর আমাতে আমি ছিলুম? আমি যে চকোরের মত গীতিস্বর-সুধা পান কচ্ছিলুম; আমার প্রাণ-মন-জীবন-যৌবন গানের রজ্জুতে যেন লাঠিমের মত ঘুরপাক খাচ্ছিল!

সুরমা। উ, হৃদয় হারিয়েছ—দেখ দেখি, তোমার সেই সরল উদার 'তুমিত্ব'-ভরা হৃদয়ে কি কোন রেখাপাত হয়েছে? আছে তাতে কোন বিচিত্র বর্ণ? দেখ, খুব সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা করে—

ঊষা। শূন্য, শূন্য, উঃ, অসীম শূন্যতা!

সুরমা। চুপ, চুপ, কে আসছে?—

লাবণ্যের পরিহিত আলষ্টার ও পরচুলের ছদ্মবেশে সুকুমারের ধীরে ধীরে পরিক্রমণ।

এই যে আবার এসেছে—উ, উ, কথা ক'ও!

ঊষা। আপনিই কি ভ্রাম্যমান স্বরলহরীর মত ভেসে বেড়াচ্ছিলেন?

সুকুমার। কে রে পাগল নাকি?

সুরমা। না, না, পাগল কেন? গানের তানে সখী আমার বিভোর হয়ে রয়েছে। আপনিই কি গান গেয়ে এখান দিয়ে চলা-ফেরা করছিলেন?

যৎকিঞ্চিৎ।

সুকুমার। হাঁ।

ঊষা। আহা, আবার গা'ন, আবার গা'ন—

সুকুমার। পাগল না কি—এঁ্যা! প্রস্থান।

ঊষা। সু, সু—চলে গেল, চলে গেল, নিষ্ঠুরের মত চলে গেল! প্রাণে পাষাণ বেঁধে চলে গেল! ফিরলে না, চাইলে না, দেখলে না, চলে গেল! আমি জলে ঝাঁপ দোব—ঐ শীতল বারিরাশি—আমার এ কোমল পুষ্পগুচ্ছের মত দেহভার ঐ শীতল জলে ভাসিয়ে দি'—

সুরমা। সর্ব্বনাশ! ঊ, ওকথা বলোনা—ঘরের ভিতর সোফায় বসে জলে ঝাঁপ দেবার কথায় কবিত্ব আছে—সে যত বল, তত করুণ লাগে, তাতে কাপড়ও ভেজে না, ভয়ও হয় না—কিন্তু পুকুরের ধারে বসে ও কথা বলোনা ঊ, বিভীষিকায় হৃৎকম্প হয়!

ঊষা। তবে কি করবো? প্রাণপুষ্পটি পদদলিত করি?—যাক্ সে চূর্ণ হয়ে!

স্ত্রী-বেশে লাবণ্যের প্রবেশ।

লাবণ্য। আপনারা ও কি করছেন? এর কি কোন অসুখ করেছে?

সুরমা। না, অসুখ কেন করবে?

লাবণ্য। তবে অমন বেঁকছেন-চুরছেন—কত কি বলছেন! তা আপনাদের সঙ্গে কি পুরুষমানুষ নেই, তদারক করে?

সুরমা। কেন থাকবে না? এ এঁর কিছু নয়—এঁর বাঞ্ছিত-প্রিয় গানের তানে মিশিয়ে গেছেন!

ঊষা। আঃ, কি বলছ, সু? না, না, আপনি কে? আপনি জানেন কি, কে এখান দিয়ে গান গেয়ে চলে গেল?

লাবণ্য। কে আবার গাইবে!

ঊষা। আপনি শোনেন নি তবে? আহা, সে যেন অজানা স্বপ্নের মত! বীণাখানি ছুঁয়ে গেল, আর আমার মর্ম্মের ভিতর থেকে উঠল এক অশ্রুময় ঝঙ্কার!

লাবণ্য। এঁর যে দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে—কি আবোল-তাবোল বকছেন।

সুরমা। মাথা বেশ আছে! সে ত শুধু গানের তান নয়, তার সঙ্গে ছিল যে একটি দিব্য মূর্ত্তি!

ঊষা। কিন্তু, চলে গেল; দাঁড়ালে না; ফিরলে না;—পাষাণে হৃদয় গেঁথে চলে গেল!

লাবণ্য। ওঃ, এতক্ষণে বুঝেছি—গানের কথা বলছিলেন, না? সে—ও একজন গায়; আহা, বেচারী প্রণয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছে; ও একজনকে ভালবাসে, সে কিন্তু ফিরেও চায় না—তার বুক-ভরা ভালবাসা উপেক্ষা করেছে, তাই পাগল হয়ে গেছে, এখান-সেখান করে বেড়ায়, আর ঐ আপনার মনে গান গায়; সে পাষাণী কিন্তু ফিরেও চায় না!

ঊষা। এমন পাষাণী কি আছে?

লাবণ্য। তা আর নেই? শুধু কি পুরুষই পাষাণ? নারীও পাষাণী—

ঊষা। আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন না।

লাবণ্য। না, ভাই, বসবো না। এখানে এলে কি চুপ করে থাকা যায়! চারিধারে কেমন-যেন-একটা ভক্তি-প্রীতির আনন্দ বিরাজ করছে! কেমন-যেন-একটা শান্তি!

সুরমা। ঠিক। অনাবিল, নির্ম্মল শান্তি!

ঊষা। শান্তি? কোথায়? এখানে এসে আমার চিত্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে; কোন্ অজানার জন্যে হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে! এ'ত বিজন বন নয়, এ'ত ভাঙা মন্দির নয়, এখানে ত বিদ্যুতের চমক নেই, বজ্রের নির্ঘোষ নেই, তবু কেন হৃদয়ে এ আকস্মিক প্লাবন লাগল?

লাবণ্য। কার জন্য প্রাণ অস্থির হয়েছে, আমাকে বল ত, ভাই! দেখি, যদি কিছু উপকার করতে পারি। আমরা এখানে থাকি কি না, এখানকার সব জানি শুনি।

ঊষা। কার জন্যে—বলব? সে যেন আপনার, তাকে যেন চিনি না, স্বপ্নে যেন কবে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আর কাণে তার গানের উচ্ছ্বাস এসে লেগেছিল!

লাবণ্য। আচ্ছা, তার সন্ধান নিচ্ছি; তার জন্যে এত পাগল হয়েছ—আহা, তা জানলে সে বেচারীও একটু সোয়াস্তি পায়!

ঊষা। কেন?

লাবণ্য। বেচারী তবু ভাবে, যে তার জন্যে একটা হৃদয়ও কাতর হয়!

ঊষা। নিষ্ঠুর! পাষাণ!

লাবণ্য। এস দেখি! খোঁজ যাক্, সে এখানে আছে কি না।

উষা। আছে কি, আছে কি? একবার দেখাও।

সুরমা। আর একবার শোনাও তার গান।

লাবণ্য। এস আমার সঙ্গে!

সকলের প্রস্থান।

নন্দ ও বিনয়ের পুনঃ-প্রবেশ।

বিনয়। দিদিদের এখানে আসবার কথা আপনি এঁদের না জানিয়ে ভালই করেছেন—

নন্দলাল। ভাল করিনি, বাবা? কি জানি যদি বেঁকে বসে—এঁ্যা?

বিনয়। আজ্ঞে তা'ত বটেই—তা আসুন, এদিক-ওদিক একটু বেড়ানো যাক্।

নন্দলাল। হ্যাঁ, তা, এঁরা-সব কোথায়?

বিনয়। ঐ যে একসঙ্গে সব বেড়াচ্ছেন; আসুন—

নন্দলাল। চল বাবা; তা মনে রেখো, বাবা, ঐ নকুড়ের ছেলেটির সঙ্গে যাতে বিবাহটি হয় তা করতেই হবে; তা বুঝলে বাবা বিশ্বেশ্বর?

বিনয়। আজ্ঞে, আমি বিনয়।

নন্দলাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ—বিনয়, বিনয়! কি জান, বুড়ো হয়েছি, স্মরণও থাকে না। বিনয়, বিনয়! তা এখন চল বাবা বিনয়।

উভয়ের প্রস্থান।

যৎকিঞ্চিৎ।

সুকুমারের পুনঃ-প্রবেশ।

সুকুমার। বৌদি যা বললে তা'ত কল্লুম—কিন্তু ও অমন কচ্ছে দেখে আমার প্রাণটা যেন ফেটে যাচ্ছে! কেন ওর মাথা খারাপ হল? এত মেয়ে লেখাপড়া শেখে, কারুর ত মাথা খারাপ হয় না, আর এরই মাথা খারাপ হল! আমার কপাল! এই বেঞ্চটায় একটু বসি। আহা, সে বসেছিল! জায়গাটাতে বুক পেতে পড়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে; আমার অবস্থা দেখে লোকে হয়ত হাসবে, কিন্তু আমার বুকের ভিতর যে যাতনা হচ্ছে তা হে পরমেশ্বর, তুমি যদি থাক, তা হলে তুমিই জানছ! এই ত বৌদি এত লেখাপড়া জানে—তা ও যদি বৌদির মত মাথা ঠাণ্ডা রাখত! নাঃ, আমি গেলুম, মরে গেলুম—খেয়ে, বসে, শুয়ে, বেড়িয়ে কিছুতে সুখ পাচ্ছিনা—ওকে না পেলে, ওঃ, আমার জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে! ও কি সারবে না? আমার ইচ্ছে কচ্ছে ওকে বুকে তুলে নি'। কি বিপদেই পড়েছি! ঊষা, ঊষা, তোমার জন্যে আমি পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোমায় যদি না পাই, তা হলে উঃ, এ জীবন আর রাখবো না—এই যে বৌদি আসছে।

লাবণ্যের পুনঃ-প্রবেশ।

লাবণ্য। কি ঠাকুরপো, বসে আছ?

সুকুমার। হ্যাঁ, কেমন দেখলে বৌদি?

লাবণ্য। হদ্দ পাগল!

সুকুমার। সারবে ত?

লাবণ্য। চেষ্টা ত দেখা যাচ্ছে!

সুকুমার। তারা কোথা গেল?

লাবণ্য। ঐ যে মন্দিরে বসে আছে—নন্দবাবু গেলেন কি না, তাই আমি চলে এলুম—তা হলে আজ বাড়ী চল!

সুকুমার। এখনি?

লাবণ্য। কেন ওর জন্যে মন-কেমন করবে নাকি?

সুকুমার। ধেৎ! তা কেন?

লাবণ্য। তুমি কি আজই আরোগ্য চাও নাকি?

সুকুমার। কত দেরী হবে?

লাবণ্য। দু'দিনেই এত অধৈর্য্য!

সুকুমার। দু'দিন কি, বৌদি? আমার ডায়েরীখানা দেখেছো?

লাবণ্য। তা বেশ ত! যতদিন এমনি অবস্থা থাকে, ডায়েরীখানা ততদিন সজোরে চলবে—বাঙলা সাহিত্যের যদি কিছু লাভ হয়!

সুকুমার। নাঃ, বৌদি, আর পারা যায় না—তুমি না হয় বাড়ী যাও—আমি এখানে খানিক থাকি।

লাবণ্য। আহা, আঁচলের বাতাস যদি একটু গায়ে লাগে! আর এখানটায় সে বসে ছিল কি না; তা বেঞ্চখানা বাড়ী নে যাবার ব্যবস্থা করা যায় না, ঠাকুরপো?

সুকুমার। তোমার কেবলি ঠাট্টা!

লাবণ্য। বটে, কেবল ঠাট্টা? এরি মধ্যে এত অকৃতজ্ঞ—

সুকুমার। না, না, মাপ কর, বৌদি, কোন আশা আছে কি?

লাবণ্য। আজ ত রোগনির্ণয় হল—এখন ওষুধের ব্যবস্থা হবে! কিন্তু তুমি বেশ বুক বাঁধ—ডাক্তারের পরামর্শ যেন সযত্নে পালন করা হয়!

সুকুমার। যদি আশা দাও—যদি ওকে পাবার আশা থাকে, তা হলে পৃথিবীতে আমার অসাধ্য কিছু নেই—

লাবণ্য। অসাধ্য কিছু নেই! ঠিক বল্‌ছ? আচ্ছা, দাও দেখি আমার গলায় ছুরি বসিয়ে!

সুকুমার। তাই ত বলি তোমার কেবলি ঠাট্টা!

লাবণ্য। ঠাট্টা কেন? তুমিই ত অসাধ্য-সাধন করতে পার, বললে?

সুকুমার। যাও, তুমি কেবলি জ্বালাতে লাগলে!

প্রস্থান।

লাবণ্য। ও ঠাকুরপো, যেয়োনা যেয়োনা, শোন! আঃ, বদ্ধ পাগল! নাঃ, পারি না আর ঘুরতে—এখনি আসবে; এধারে কেউ নেই। বেশ নিরিবিলি জায়গাটি। (উপবেশন) না, বসলে চলবে না, এখন বাড়ী যেতে হবে! তাকে আজ একটু বোঝাতে হবে—কাল থেকে যেন একটু লজ্জা পেয়েছে! ওর মনটা বড় সরল, পাঁচজনের কু-পরামর্শে নিজের ভালো দেখতে পায় না। ফেরাতে কি পারবোনা তাকে? আমার প্রাণের ভিতর কি যে হচ্ছে, তা অন্তর্যামী জগদীশ্বর, তুমিই জান! ওকে ফেরানো আমার জীবনের ব্রত—এ ব্রত সফল কর!

গীত।

বেলা গেল, গেল চলে, আঁখি মুছি আঁচলে,
হৃদয়েরি ব্যথা রাখি গোপনে হৃদয়-তলে!
সজল আঁখির ভাষা, সুখ-দুঃখ-ভয়-আশা,
বুঝিয়া বোঝেনা সে যে, ভুলে আছে কি ছলে!
কাছে কাছে এসে এসে, কোথা যায় ভেসে ভেসে
রাখিতে নারি তাহারে, হাসি কি আঁখিজলে!

নাঃ, ঠাকুরপো ত এলোনা। ক্ষেপেছে, ভারী ক্ষেপেছে! দেখি!

প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নন্দলালের বাটির ছাদ—নিম্নে রাস্তা।

(ছাদের উপর ঊষা ও সুরমা ; কাল—সন্ধ্যা ; আকাশে চন্দ্রোদয়)

ঊষা।

গীত।

(সখি) ভালে শশী তারা-মালা গলে
নামিছে রজনী ধরাতলে ;
বহিয়া আনে কত সে প্রীতি,
অনুরাগ, মান, প্রণয়-গীতি
(প্রেম)-কাণাকাণি সে নীলাকলে।
নামিছে রজনী ধরাতলে।
তারি পথ চেয়ে, বকুল-মালা
গেঁথেছি ধরিয়া সারা বেলা,
সে ত এলনা, এলনা, এলনা সে,
মিছে মধু-রাতি, মালা ছলনা যে,
(শুধু) নিরাশে ভাসাতে আঁখিজলে,
নামিছে রজনী ধরাতলে।

সুরমা। উ, এস নীচে যাই।

ঊষা। না, কোথায় যাব, সু? এই মুক্ত আকাশের তলে প্রাণের বেদনা স্বর-লহরীতে ভাসিয়ে দিয়ে কি তৃপ্তি পাচ্ছি, তা কি তুমি বুঝছ না?

সুরমা। আমি আবার বুঝব না উ? খুব বুঝছি!

ঊষা। তবে আমাকে নীচে যেতে বলছ কেন, সু? সু, আজ আর এলনা, এত সাধের মালা-গাঁথা বিফল হল! (হাতের মালা নাড়িয়া-চাড়িয়া) এ কি করবো?

সুরমা। রেখে দাও, বিছানার ধারে রেখো, তবু একটু মদির গন্ধে তোমার সন্তপ্ত প্রাণ শীতল হবে।

ঊষা। শীতল হবে! এ প্রাণ শীতল হবার নয়, সু! শকুন্তলা পদ্মপত্রে শয়ন করে বিরহতপ্ত দেহ চন্দনসিক্ত করেও ত শীতল হয় নি—আর আমার প্রাণ এ ফুলের গন্ধে শীতল হয়ে যাবে? কেন, সু, আমি কি তাদের চেয়ে নীচে? আমার হৃদয়ের প্রগাঢ় প্রণয় কি তাদের চেয়ে কম? সেই বাপীতটে, মন্দিরের শুভ্র মর্ম্মর অলিন্দে, রাগিণীর ঝঙ্কারে আমার প্রাণে প্রেমের সঞ্চার—না সু, তুমি এ মালাগাছি আমার আকুল কবরীতে গেঁথে দাও!

সুরমা। (তথাকরণ)

ঊষা। এখন একবার সে বাঞ্ছিতের ধ্যান করি! আহা, কি ললিত কণ্ঠস্বর—কি মধুর নাম! সু—সু—সুকুমার! সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুতের লহর বয়ে গেল। সত্যই সুকুমার!

সুরমা। এখনো গোঁফের রেখাটি দেখা দেয় নি, কমলের মত কোমল মুখখানি!-

উষা। আর, কি মধুর গান! আজ ত এলনা; সু, সামনে বসন্ত! এ বসন্তে কি গান হবে না—কেমন করে কাটবে?

সুরমা। তাইত!

উষা। তুমি কেমন করে আছ, সু?

সুরমা। আর বলোনা; উঃ, চিত্ত-চকোর মাঝে মাঝে বড়ই চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে সুধাকরের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হয়—কিন্তু উ—

উষা। কি সু?

সুরমা। সে ত আমার নিকুঞ্জ নয়, সে ত প্রমোদ-বন নয়—সে পাড়াগাঁয়ের মশক-মুখরিত সামান্য একখানি বাড়ী—আর তার ভিতর ছবি নেই, গান নেই, lyric নেই, মলয় নেই, কড়ি নেই, কোমল নেই, আর নেই জ্যোৎস্না; আছে শুধু রান্নাঘর আর হিমালয়-প্রমাণ কাজ!

উষা। বল কি সু?

সুরমা। তাইত উ—মনের বেদনায় সারা হচ্ছি! কোথায় জ্যোৎস্না-রাত্রে বাতায়নে তার প্রতীক্ষা করে বসে থাকব—

উষা। হাতে থাকবে অপরাহ্ণের নয়ন-জলে গাঁথা......

সুরমা। মালাগাছি! পরণে থাকবে বসন্তী রঙের সুন্দর কাপড়খানি—উড়তে থাকবে মুখের চারিধারে চূর্ণ কুন্তল—পাশে পড়ে থাকবে কালি, কলম, আর আধখানা-লেখা সনেট—সে এসে হাতখানি আপনার হাতে তুলে নিয়ে, ডাকবে নম্র-মধুর-মৃদু-স্বরে—সু!

সহসা প্রাণে ঝঙ্কার দেবে প্রেমের সুদূর কলতান! তা না, এসে বলবে, চাপকানটা রাখো, জলখাবার কোথা, পা ধোবার জল দাও, একটু বাতাস কর, গামছাখানা কোথায়! এ কি, উ, এ lyric প্রাণে সহ্য হয়?

উষা। আহাহা, বলোনা, সু, আর বলোনা। এমন নিষ্ঠুর পাষাণ কে সে?

সুরমা। সে আমার বিবাহিত পতি—কলেজের প্রোফেসার—শেলি-টেনিসন নাড়াচাড়া করেও একটি নিরেট গন্ধ। তার পর—

উষা। তার পর কি, সু?

সুরমা। উঃ, সে কথা মনে হলে অজ্ঞান হয়ে পড়ি! আমাকে বলে, বসে কেন? রান্নাটা চড়িয়ে দাওনা! আমি হতাশ-ভাবে আকাশের পানে চাই, দরবিগলিত ধারায় কপোল বেয়ে আমার অশ্রু ঝরে, তবু সে নিষ্ঠুর পাষাণের দয়া হয় না! উনুন-গোড়ায় বসবার জন্যই কি এমন কোমল সাধের রমণী-জন্ম? এরি জন্য কলেজের শিক্ষাদর্পে স্ফীত হয়েছি? ওঃ!

উষা। ওহোহোঃ—থাক্—থাক্—এখন আমার কি হবে, সু?

সুরমা। উ।

উষা। কেন সু?

সুরমা। একটা কথা মনে পড়ল—চল নীচে নেমে যাই।

উষা। কেন? এমন চন্দ্রালোকিত ছাদ—

সুরমা। না ভাই, সন্ধ্যার পর ছাদে থাকতে ভয় করে—ঐ

পাশের বাড়ীর ছেলেটা সেদিন মারা গেছে—উঃ, আমার গা ছম্‌ছম্‌ করছে—এসো ভাই নীচে যাই!

উষা। অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস! একটু কাতর নিশ্বাসে গান গাইব, একটু যে জ্যোৎস্নায় বসে soliloquy করব, একটু কবিতা করব, তা'ও নির্দ্দয় বিধাতার সহ্য হয় না? কতকগুলো ভূত-প্রেতের উপদ্রবে রাজধানীটাকে বিভীষিকায় ভরিয়ে রেখেছে! আমাকে ধর সু—আমার ভয় করছে—কেন, ও কথা মনে না করিয়ে দিয়ে তুমি নীচে যেতে বল্লে না?

সুরমা। এস, হাত-ধরাধরি করে নীচে যাই!

উষা। ওহোহোঃ—এমন চাঁদনী রাত—

সুরমা। এত সাধের মালা-গাঁথা—

উষা। সবি বিফলে গেল—ওঃ!

সুরমা। আঃ—!

উভয়ের প্রস্থান।

রাস্তায়, বিনয় ও ছাদের দিকে চাহিতে-চাহিতে সুকুমারের প্রবেশ।

সুকুমার। যাঃ, নেমে গেছে! আঃ, বরাত দেখ! এ সময় ছাদে একটু বসে, তাই থপ্ করে হেদোর ধার থেকে চলে এলুম—তা নেমে গেছে—আহা, তবু দু'দণ্ড দেখতুম!

বিনয়। তুমি যে পাগল হলে হে দেখছি—তোমার আর তর সয় না—? আরে—বিয়ে—হবে, হবে!

সুকুমার। না বিনু, তুমি জান না—আমি যে কি কষ্ট সহ্য কচ্ছি—

বিনয়। তা বিলক্ষণ বুঝছি—নইলে তুমি পাষণ্ড হোটেলে গিয়ে সেদিন পয়সাগুলো বাজে খরচ করে এলে। পাতে বিল্‌কুল্ সব ফেলে এলে! মাংসর হাড়খানা পর্য্যন্ত চিবিয়ে রফা করে ফেল্‌তে, আর সেই-তুমি কিনা সেদিন এক-খানা মাংস মুখে করলে না!

সুকুমার। (উপরের দিকে চাহিয়া) নাঃ; আজ আর ছাদে ওঠবার সম্ভাবনা নেই; দূর থেকে দেখলুম, নেমে যাচ্ছে; ওঃ, আজ সমস্ত দিনেও একটিবার দেখতে পেলুম না!

বিনয়। পাগলামি করো না; রাস্তার লোকে কি মনে করবে বল দেখি?

সুকুমার। বিনু, তুমি না হয় বাড়ী যাও আজ! আমি খানিক ক্ষণ এইখানেই পায়চারি করি। বল কি, আজ একটিবারও দেখতে পাইনি। বিকেলে ছাদে উঠলুম, দেখা হল না! ভূতোটা দুপুরবেলা জ্বালাতন করতে এসেছিল, একরাশ পদ্য লিখেছে, তাই পড়ে হতভাগা আমার দুপুরবেলাটা মাটি করে দিয়ে গেছে; নৈলে সে সময় ছাদে চুল শুকোতে ওঠে, সে সময়ও একবার-না-একবার দেখা পাই—

বিনয়। তুমি হাসালে ভাই, লোকে শুন্‌লে তোমাকে কি মনে করবে বল দেখি!

সুকুমার। আচ্ছা বিনু, তোমার কি মনে হয়, আমাদের মিলন সম্ভব?

যৎকিঞ্চিৎ।

বিনয়। না, দেখ, তুমি বড় বাড়িয়ে তুলেছ! ওহে, এটা প্রেমে পড়বার বয়স নয়, সে বয়স উৎরে গেছে! ১৬।১৭ বৎসর বয়সেই বাঙালীর ছেলে প্রেমে পড়ে, নূতন পদ্য লিখতে শেখে, এক-জামিনে ফেল হয়, তার পর বাড়ী থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। বাঙলা উপন্যাস কি কিছু পড়নি? একদম নিরেট! আরে—উপন্যাসের মতে প্রেমে পড়বে, অথচ তার বয়সটা মানবে না? ও কি, হাঁ করে ওপর দিকে চাইছ যে?

সুকুমার। ঐ যে ঘরটায় আলো জ্বাললে না! সে কি খড়খড়ির ধারে আসবে না?

বিনয়। (সুকুমারকে সবলে আকর্ষণ করিয়া) দেখ, সত্যি বলছি, আমি তা হলে তোমাদের মিলনে ব্যাঘাত করব, আর নন্দ-বাবুকে এমনি ক্ষেপিয়ে দোব যে সে কিছুতে তোমার হাতে মেয়ে দেবে না!

সুকুমার। না, না, তুমি কি বলছ, বল না!

বিনয়। আমার কথার জবাব দাও—কদিনে development কেমন হল? বুলির অসুখের জন্য কদিন হুগলি গেছলুম, আজ বিকেলে যদি তোমাকে করায়ত্ত কল্লুম ত একদম বেহুঁস! কদিন দেখিনি, আর অমনি ঘাড়মোড় গুঁজড়ে প্রেমিক হয়ে দাঁড়িয়েছ। ইস্, বাবুর সিঁথের তরঙ্গ কিন্তু এলোথেলো হয়নি! ভণ্ড প্রেমিক, চুল আঁচড়াতে ত একটুও ভুল হয় না! এই বুঝি তুমি প্রেমে পড়েছ! nonsense! তা যাক্, এখন বল, বাগানের interviewর পর কেমন দাঁড়িয়েছে?

সুকুমার। বৌদি গানে তার মন হরণ করেছে, আর আলষ্টার, পরচুলার জোরে নিজেকে সুকুমার বলে চালাচ্ছে।

বিনয়। তার পর দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে?

সুকুমার। হ্যাঁ—রোজই দুপুরবেলা বৌদি গাড়ী করে ঐ সাজে সেজে এখানে আসে। উষাটা বৌদির প্রেমে এমনি উন্মত্ত যে বৌদিকেই সে সুকুমার বলে জানে!

বিনয়। তার পর unmasked সুকুমার কবে আসরে নাব্‌ছেন?

সুকুমার। সে বৌদিই ঠিক করে দেবে! বলে, একদিন সুবিধামত বাগানবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে dramatic ভাবে ভাব করিয়ে দেবে, রোগটা সারাবার দেরী নেই!

বিনয়। নন্দবাবু জানেন সব?

সুকুমার। পরচুল, সুকুমার—এ সব জানেন না বটে, তিনি জানেন তোমার দিদিই রোজ আসছেন!

বিনয়। হুঁ? একেবারে নভেল! তা তবু তুমি এমনি ক্ষেপেছ?

সুকুমার। দেখ ভাই, যখন এতদূর আশা পাওয়া গেছে, তখন মন আর ধৈর্য্য মানে কি?

বিনয়। বটেই ত! মোদ্দা যা কাণ্ডখানা করলে—বিয়েটা হয়ে যাক্ না, আমি সমস্ত লিখে কাগজে ছাপিয়ে দোব।

সুকুমার। সে idea কি আমারি strike করেনি হে! আমি ত একটা মিলনাত্মক opera লিখে ফেলব ঠিক করেছি।

যৎকিঞ্চিৎ।

বিনয়। বহুৎ আচ্ছা! এমন আট-ঘাট-বাঁধা সজাগ প্রেমিক কিন্তু দেখা যায় না। উপন্যাসের প্রেমিক আর সত্যি প্রেমিকে এইটুকু তফাৎ! উপন্যাসের প্রেমিক খালি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, জলে ডুবে মরতে চায়, practical দিকে একটুও মাথা খেলে না, একটি নিরেট গোবর-গণেশ তৈরি হয়—আর সত্যি প্রেমিক তোফা আরামে থাকে—কাব্যি-বক্তৃতা ঝাড়ে, নায়, খায়, চুল আঁচড়ায়, —অর্থাৎ তার পান থেকে চুণটুকু অবধি খসে না!

দুইজন লোকের প্রবেশ।

১। অমন লোকের ছেলে—আজ কি দশা দেখ

২। ছিঃ ছিঃ, বড় লোক হলে কি লজ্জা-সরম একেবারে যায়? মান-সম্ভ্রম জলাঞ্জলি!

আর একজন লোকের প্রবেশ।

৩। কে হে? কার কথা বলছ?

১। এই হেমন্ত দত্ত!

৩। কি হয়েছে? কোন্ হেমন্ত দত্ত?

১। এই যে এই গলিতে থাকে—ঐ মস্ত গেটওলা বাড়ীখানা—

বিনয়। তোমার দাদার কথা বলছে না, সুকু?

সুকুমার। হ্যাঁ—চুপ্—শোনা যাক্ না—কি বলে!

৩। তা কি হয়েছে?

১। হবে আর কি—যে কাজের যা ফল!

৩। সে আবার কি হে?

২। হাঁঃ, বল কেন? একটা বাইজী নিয়ে মাণিক পালের বাগানে চুনি চন্দরের সঙ্গে মারামারি—সে একেবারে ভয়ানক কাণ্ড! হেমন্ত দত্তর সহিস্-কোচম্যানকে একেবারে জখম করে দিয়েছে—আর বাবুকেও ছাড়েনি—দেখে এলুম, ঐ মাণিকতলার পোলের ধারে, রাস্তায়, ছেঁড়া কাপড় ছেড়া জামায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুকুমার। হেমন্ত বাবু দাঁড়িয়ে আছেন, মশায়?

বিনয়। কে মারলে?

২। চুনি চন্দর আর কার্ত্তিক মিত্তিরের লোকেরা—

বিনয়। কেউ হেমন্তবাবুকে দেখলে না?

২। কে দেখবে মশায়? আপনিও যেমন! হেমন্ত দত্তর ইয়ার গুলোকে কার্ত্তিকের লোকেরা ঐ মাগিটার through দিয়ে হাত করেছে—বাগানে আজ দুপুর বেলা party হয়েছিল; হেমন্ত দত্ত মাগীটাকে বাগাতে চেষ্টা করে, তা মাণিক পাল আর কার্ত্তিক মিত্তির অপমান করে, তাই হেমন্ত দত্ত ঘোড়ার চাবুক নিয়ে তাদের তেড়ে যায়!

৩। অমন কাজও করে! মাণিক পালের বাগান! আর, চুনি চন্দর একটা মাতাল গুণ্ডা! খুব ঠেঙিয়েছে!

সুকুমার। হেমন্ত বাবু কোথায় গেলেন!

২। মাণিকতলার পোলের ধারে ত দেখে এলুম মশায়—

বিনয়। সুকু, ছুটে এসো।

সুকুমার। এ আবার কি বিপদ— চল!

উভয়ের বেগে প্রস্থান।

১। এঁরা বুঝি তার আলাপী বন্ধু হবে!

২। হবে!

৩। এ কি বড়মানুষি রে, বাবা! মেয়েমানুষ নিয়ে এত বেলেল্লা-গিরি! হাঃ, তোর বড়লোকের কাঁথায় আগুন!

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হেমন্তের অন্তঃপুরস্থ দরদালান।

অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছা নাড়িতে-নাড়িতে লাবণ্যের প্রবেশ।

লাবণ্য। রাত হয়ে গেল, এখনো এদের কারু দেখা নেই যে! আজ আমার প্রাণটা কেমন অস্থির হয়ে রয়েছে; উষাদের বাড়ী যেতে পারলুম না। ঠাকুরপোর ত বেড়িয়ে ফিরতে এত দেরী হয় না! এর জন্যেও আজ মনটা কেমন কচ্ছে! সেই যে সকালে বেরিয়েছে, বল্লে, বাগানে চড়িভাতির বন্দোবস্ত হয়েছে; অন্যবার এমন হলে বিকেলে ত ফিরত! কিন্তু রাত ন'টা বাজে, এখনো দেখা নেই? ঠাকুরপোও আসছে না,—কেন, কিছু বুঝতে পারছিনা! মনটা যেন কোথাও ছুটে যেতে চাইছে—কিছু ভালো লাগছে না।

দূর হোক্, কেন ভাবি? আমি ত কারু কখনো মন্দ করিনি, তবে আমার ভয়ই বা কিসের, ভাবনাই বা কিসের?

গীত।

সুন্দর হে এস ফিরে—
চিরদিবসের সুখ-দুঃখের রচিত নীড়ে!
দিবস-যামিনী নিতি, ফুটায়ে রেখেছি প্রীতি,
তোমার পূজার অর্ঘ্য-কুসুম, মনো-মন্দিরে!

নাঃ, গানও যেন আজ ভালো লাগছে না—ও কি?

(নেপথ্যে হেমন্ত। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে—তাদের আমি দেখতে চাই।)

এ কি?

ছিন্ন পাঞ্জাবি ও অ-সুবিন্যস্ত-বস্ত্র-পরিহিত, নগ্নপদ হেমন্তকে ধরিয়া হারু ও সুকুমারের প্রবেশ।

ঠাকুরপো, এ কি?

হেমন্ত। ছাড়, আমাকে ছাড়—আমার revolver? revolverটা দাও—নিমকহারাম, কুকুর—

লাবণ্য। এ কি ঠাকুরপো?

সুকুমার। এখন অস্থির হবার সময় নয় বৌদি! কোন ভয় নেই; একটা মারামারি করেছেন।

হেমন্ত। আমায় কুকুর-মারা করেছে, সুকু, ছাড়বে না? এ অপমানের শোধ চাই! কার্ত্তিক, চুনি—

সুকুমার। চল বৌদি, ঘরে নিয়ে যাই।

লাবণ্য। (হেমন্তের হাত ধরিয়া) এস !

হেমন্ত। না, আগে revolver ! revolver দাও—তাদের খুলি উড়িয়ে দিয়ে আসি—উঃ !

সুকুমার। চল, ঘরে নিয়ে যাই বৌদি ! (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) বিনু, দাঁড়াও আমি আসছি।

হেমন্ত। ছাড়বে না ? ছাড়বে না ? ভাল হবে না !

হেমন্তকে ধরিয়া হারু ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। হারু, শীগ্‌গির টমটম তৈরি করতে বল।

হারু। বিনয় বাবু, কোন ভয় নেই ত ?

বিনয়। পাগল, কিসের ভয় ? খালি রেগে রয়েছেন বৈ ত নয়; তুমি শীগ্‌গির ঘোড়ায় সাজ দিতে বল।

হারু। যাই। প্রস্থান।

বিনয়। গ্রহের ভোগ ! আগে থাকতে এ সব বোঝা উচিত ছিল। পাপের মধ্যে কখনো শান্তি নেই, কখনো সুখ নেই, সেখানে খালি লজ্জা আর ঘৃণা ! এই যে সুকু আসছে।

সুকুমারের প্রবেশ।

সুকুমার। বিছানায় শুইয়ে এসেছি, বৌদি বাতাস করছে, পিশিমা মামী ওঁরা সব রয়েছেন। আমি একবার চট্ করে ডাক্তারের কাছে নিজে যাই।

বিনয়। টমটম তৈরি করতে আমি বলেছি। রজনীবাবুর কাছে আমিই যাচ্ছি; তুমি বাড়ীতে থাক হে! যদি আবার সত্যি revolverটার নিয়ে—

সুকুমার। নাঃ, সে ভয় নেই; বৌদির হাত ধরে কেঁদে ফেলেছেন।

বিনয়। সুলক্ষণ!

সুকুমার। খুব সময়ে যাওয়া গেছ্‌ল, নৈলে আবার পুলিশে একটা কেলেঙ্কারি প্রচার হোত—

বিনয়। কেলেঙ্কারিব আর বাকি নেই; এখন, এই থেকে শুধরে যান—

সুকুমার। বৌদির অদৃষ্ট!

বিনয়। সেইজন্যেই আশা হয়!

হারুর প্রবেশ।

হারু। গাড়ী তৈরি করতে বলেছি; পুলিশের দারোগাবাবু বসে আছেন।

বিনয়। ওঃ, হ্যাঁ সুকু, ওহে ভদ্রলোক বড় সাহায্য করেছেন, নৈলে একটা হাঙ্গামে পড়তে হত; যা হয়েছে, তার ত আর চারা নেই। পুলিশে যাওয়ার মানে, ঢোল বাজিয়ে কেলেঙ্কারি রাষ্ট্র করা! তা, তাঁকে খুসী করে দিতে হবে!

সুকুমার। বেশ, আমি—

বিনয়। আমি নীচে যাচ্ছি। ডাক্তারের কাছে আমিই যাচ্ছি,

যৎকিঞ্চিৎ।

গায়ে দু'এক জায়গায় কেটে গেছে, জ্বর হতে পারে, ডাক্তার চাই-ই—রজনী বাবুকে না পেলে, আর, যাকে হোক নিয়ে আমি আসছি। তুমি দারোগা বাবুর জন্যে কিছু নিয়ে এস।

সুকুমার। হ্যাঁ, আমি নে' যাচ্ছি।

একদিক দিয়া বিনয় ও অন্যদিক দিয়া হারু ও সুকুমারের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রঙ্গ-পট।

কোরাস্। গীত।

আমাদের দেখছ সবাই, চিনছ কি—সব ক'টি কবি!
ভারত-আকাশে ফুটেছি যেন গো মধুর রবি!
ছেলে লয়ে থাকে দাসীতে-বাঁদিতে রাঁধাবাড়া করে শাশুড়ি,
পতি করে এই চরণ-সেবা বিনয়ে কুঁকুড়ি-শুঁকুড়ি;
খাটে শুয়ে মোরা আড়ামোড়া খাই, রচি শুধু প্রেম-hobby
লিখিগো lyric কত না কাব্য, প্রেমদানা-ভরা দানাদার,
হৃদয়বীণার ঝঙ্কারি ধীরে তুলি নিতি নব হাহাকার;
টিকরিয়া পড়ে পুরুষ-পাঠক খুলে ফেলে হৃদি-চাবি!
গৃহের কার্য্য ধারিনেক ধার সোফাতে পড়িয়া থাকি,
সংসার হাজি মজিয়া যাইলে দেখিনা মেলিয়া আঁখি,
শুধু হাই তুলি আর তুড়ি দিই আর খাই প্রণয়েরি খাবি!

স্ত্রীহার কষ্টে ভুগিতেছে পতি গৃহের মধ্যে শায়িত,
ছেলেটা শুষিছে— সেদিকে দেখা—মিছা energy ব্যয়িত
সংসার হেথা অসার, তাহার ভাবনা কভু না ভাবি !
পাউডার মাখি, লেসের মাঝারে অলকে লাগায়ে ফুল,
সেজে-গুজে থাকি নায়িকার মত, নাহিক কোথাও ভুল ;
খাইতে শুইতে বসিতে রয়েছি, যেন পটে আঁকা ছবি !

চতুর্থ দৃশ্য ।

লাবণ্যের কক্ষ ।

হেমন্ত ও লাবণ্য ।

হেমন্ত । না, বল, তুমি আমাকে মাপ করেছ ?

লাবণ্য । তুমি কি পাগল হলে ?

হেমন্ত । তা হবে না, কথায় তুমি উড়িয়ে দিতে পাচ্ছনা ; আগে বল, আমায় মাপ করেছ ?

লাবণ্য । ও কথা বলোনা, আমি তোমায় মাপ করবো কি ? তুমি যে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ, তুমি যে বংশের মান-মর্য্যাদা ধূলোয় লুঠতে দাওনি, সময় থাকতে তোমার জ্ঞান হয়েছে, এর জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দি । তাঁর অনন্ত দয়ায় আমার ক্ষুব্ধ প্রাণ শান্ত হয়েছে ।

যৎকিঞ্চিৎ।

হেমন্ত। না লাবু, তা আমি কিছুতেই ছাড়ব না। তুমি যতই কেন বলনা—যতক্ষণ না তুমি নিজের মুখে বলবে, আমায় মাপ করেছ, ততক্ষণ আমি কিছুতে শান্তি পাচ্ছি না।

লাবণ্য। বল কি? এই সামান্য জিনিষটুকুর ওপর তোমার শান্তি নির্ভর করছে?

হেমন্ত। হাঁ, সামান্য মানুষ আমি, আমার শান্তি ঐ সামান্য জিনিষটুকুর ওপরই নির্ভর করে, তা থেকে বঞ্চিত করোনা।

লাবণ্য। আচ্ছা, আচ্ছা।

হেমন্ত। শুধু 'আচ্ছা' নয়, বল, 'মাপ করেছি'।

লাবণ্য। করেছি, গো, করেছি—

হেমন্ত। লাবু——

লাবণ্য। কেন?

হেমন্ত। আজ যেন পুনর্জীবন বলে মনে হচ্ছে! যেন আবার আমরা মিলেছি; মধ্যে কি যেন খানিকটা বিপ্লব হয়ে গেছল, তারপর এই প্রসন্ন দীপ্ত প্রেমালোকে আমি যেন নবজীবনের সন্ধান পেয়েছি।

লাবণ্য। নিষ্ঠুর, এই বুঝি তোমার ভালবাসা? এই বুঝি আমাকে সব কথা বল?

হেমন্ত। কেন, কি বলি না?

লাবণ্য। তুমি যে বাঙলা বই লিখছ, তা'ত আমাকে একদিনও বলনি—

হেমন্ত। কি রকম?

লাবণ্য। কি রকম আবার কি? নৈলে অমন গোছানো-সাজানো গালভরা কথাগুলো বলছ কেমন করে?

হেমন্ত। ওঃ, ঠাট্টা! তা ঠাট্টাই কর, আব যাই কর, আমার প্রাণে সত্যিই আজ অপূর্ব্ব আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে!

লাবণ্য। তুমি নিশ্চয় যত লক্ষ্মীছাড়া বাঙ্‌লা নাটক পড়তে আরম্ভ করেছ। যে সব কথা বল্‌ছ, তা একেবারে যত রোতো বাঙলা নাটক থেকে ছাঁকা চুরি!

হেমন্ত। নাঃ, কথায় তোমাকে পারব না!

লাবণ্য। কিসে পার?

হেমন্ত। কিছুতে না? ভালবাসায়—

লাবণ্য। বটে!

হেমন্ত। না, লাবু, সে কথা মুখেও আনতে পারবো না: বড় গর্ব্ব করতুম্—আশ্চর্য্য! সেই সব লক্ষ্মীছাড়া মুহূর্ত্তেও নিজের ভালবাসার স্পর্দ্ধা করতুম্! নীচ সঙ্গীগুলোর চেয়ে আপনাকে অনেক উঁচুতে মনে কবতুম্! ভাবতুম্, তোমার প্রতি ত ভালবাসার ত্রুটি নেই! ওঃ আমি কি নীচ, কি পশু!

লাবণ্য। কেন আমাকে এত বলছ? আমি তোমার দাসী। একদিনের জন্য আমাকে অসুখী দেখেছ? তবে ওসব বলে কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছ? আমরা বাঙালীর মেয়ে, বাঙালীর বৌ,—স্বামীই আমাদের সর্ব্বস্ব! স্বামী যদি একটু উপেক্ষার চোখে দেখে, ত সিংহাসন পেলেও বাঙালীর মেয়ে সুখী হয় না! স্বামীর মিষ্টি

কথাটুকুর জন্যে, স্বামীর একটা আদরের কথার জন্যে সে স্বর্গসুখ ত্যাগ করতে পারে।

হেমন্ত। আর বাঙালীর ছেলে এই স্বর্গ তুচ্ছ করে নরকের আবর্জ্জনা মাথায় তুলে পাগল হয়ে থাকে!

লাবণ্য। দেখ দেখি, কোথাকার কথা কোথায় আনলে! গান শোনবার সখ হল—এ যেন পুঁথি লিখতে বসলে!

হেমন্ত। আচ্ছা, আচ্ছা, গাও, গাও—

লাবণ্য। গাচ্ছি। তুমি কিন্তু হার্ম্মোনিয়মের পাশে তৈয়ি করে দাঁড়াবে এসো!

হেমন্ত। আচ্ছা।

লাবণ্য। (হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতে বাজাইতে)

গীত।

বোঝনা, শোননা দাসীর কথা—
বোঝনা নীরব প্রাণেরি ব্যথা!
তোমার স্বপন-ধেয়ানে থাকি,
নিমেষ না দেখিয়ে বরষে আঁখি;
ছিঁড়োনা টানিয়া চরণ-লতা।
ছায়ার মতন তোমার আছি,
তোমার বিহনে কেমনে বাঁচি?
তপন-বিহনে ছায়া যথা!

হেমন্ত। লাবু, লাবু, তুমি দেবী!

লাবণ্য। সে ত আর আজ নতুন নয়—সে-ত আছিই! হ্যাঁ

ভাল কথা—আদত কথা মনে আছেত? আজ ত বুধবার; আজ দুপুর বেলা কি কাজ আছে জান?

হেমন্ত। তা আর মনে নেই?

লাবণ্য। দেখো কিন্তু—ঠাকুরপো যেন না জান্‌তে পারে, যে তুমি এ সব জান, তা'হলে সে ভারী লজ্জা পাবে।

হেমন্ত। আমি ঠিক চারটের সময় নন্দবাবুকে নিয়ে বাগানে যাব! তোমরা খাওয়া-দাওয়া করেই যাচ্ছ ত? নন্দবাবুকে সব বলে রেখেছি, ভদ্রলোক ভারী খুসী হয়েছেন! বাবাকে বড় ভক্তি-মান্য করত, আর, ভারী বন্ধুত্ব ছিল! তুমি সুকুকে গুছিয়ে বলো—

লাবণ্য। সে আর তোমাকে পরামর্শ দিতে হবে না। এতখানি গড়ে তুল্লে কে?

হেমন্ত। তা বটে! গৃহলক্ষ্মী যে বলে, লাবু, তা তুমি তাই! আমার মত অসচ্চরিত্র স্বামীকে কেমন মাথায় তুলে নিলে! এক দিনের জন্য ঘৃণা নয়, অভিমান নয়, রাগ নয়! সর্ব্বদা কাছে-কাছে থেকে, ভালো কথা ক'য়ে, দাসীত্ব করে আস্তে-আস্তে আমাকে কেমন চৈতন্য দিলে!

লাবণ্য। যাক্ ও সব কথা! তোমার তাঁতের স্কুলের ছেলে-দের যে একদিন খাওয়াবে বল্‌ছিলে, তা এই রবিবার বন্দোবস্ত কর না কেন?

হেমন্ত। রবিবার একটু কাজ আছে! দুটি ছোকরাকে যে সভা থেকে আমেরিকায় agriculture শেখাবার জন্যে পাঠাবার

কথা আছে, তা'দের সব গোছ-গাছ করতে হবে! ও সুকুর বিয়ের আগে বরং থাক্!

(নেপথ্যে সুকুমার। দাদা!)

হেমন্ত। কে, সুকু? আয় না!

সুকুমারের প্রবেশ।

সুকুমার। এই যে বৌদিও আছ! বিনু তোমায় খুঁজছে দাদা; সে বাইরের ঘরে বসে আছে!

হেমন্ত। ও—আমি তাকে ডাকিয়েছিলুম; একটু দরকার আছে!

সুকুমার। দাদা, তোমার একখানা চিঠি—

হেমন্ত। কিসের চিঠি?

সুকুমার। Indian Famine Fundএর Secretary লিখেছেন—তাঁ'দের office-change নিয়ে যে গোলমাল হয়েছিল, তা মিটে গেছে, আপনাব টাকা এখন পাঠাতে পারেন।

হেমন্ত। হ্যাঁ, দু হাজার টাকার একখানা চেক আজই পাঠিয়ে দোব! আমি তা'হলে বিনুর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে আসি!

প্রস্থান।

লাবণ্য। কি ঠাকুরপো?

সুকুমার। আর কি? ফাল্গুন মাস ত শেষ হয়ে এলো, বৌদি, —কি হবে?

লাবণ্য। আজ দুপুব বেলা বাগান ঠিক করা গেছে; চট্‌পট্

থাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিয়ো ; আমি উষাকে নিয়ে যাব ; মালীরা যেন বাইরে থাকে সব।

সুকুমার। আচ্ছা।

লাবণ্য। শুধু 'আচ্ছা' নয়! গেরুয়া কাপড় ঠিক আছে ত ?

সুকুমার। ওঃ, সে কি ভুলি! কাল থেকে তৈরি আছে ; তা সেটা কি হবে ?

লাবণ্য। সেখানি মশায়কে পরতে হবে! অর্থাৎ যদি উষাকে পাও, তবেই ত ঘরে ফিরবে—আর না পেলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে ? তা সন্ন্যাসীর বেশটা দুদিন একটু সয়ে যাক্! আর, আমরাও দেখি কেমন মানায়! এখানে থেকে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করলে তখন ত আমাদের অদৃষ্টে সে যোগি-বেশ-দর্শন ঘটবে না।

সুকুমার। তোমার ঠাট্টাগুলো মাঝে-মাঝে বড় মর্ম্মান্তিক হয়ে পড়ে, বৌদি।

লাবণ্য। কেন, ফোস্‌কা পড়ে ?

সুকুমার। সময়ে-সময়ে পড়ে বৈকি! যাক্, তার পর ?

লাবণ্য। তার পর এই আমি যেমন-যেমন শিখিয়ে দোব, বুঝলে ? সে-ত সুকুমার বল্‌তে অজ্ঞান, অথচ জানে না, বেচারী কি ভেজাল-সুকুমার নিয়েই আছে! যখন জান্‌বে সত্যি-সুকুমার তার জন্যে সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে—

সুকুমার। কি, হেয়ালি হয়ে পড়ছে!

লাবণ্য। আলষ্টার, পরচুলাটা সঙ্গে নিয়ো ; আর, তুমি গেরুয়া পরে—

(নেপথ্যে হেমন্ত। সুকু, এদিকে একবার আস্‌তে হবে।)

সুকুমার। দাদা আবার ডাক্‌ছে ; যাই, শুনে আসি।

লাবণ্য। আচ্ছা, আবার এইখানেই এসো ; আমি ততক্ষণ ঠাকুরঘরের কাজটুকু সেরে আসিগে ; তুমি এখুনি এসো—

সুকুমার। আচ্ছা, আচ্ছা—

উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রঙ্গ-পট।

কোরাস্—   গীত।

আয় তোরা, ভাই, আয় রে ছুটে—
মায়ের আশীষ, আয়, নিবি আয়, মানস-কমল পায়ে লুটে
ঘুমের ঘোরে আছিস কোথায়, কবে তোদের ফুটবে আঁখি,
স্বপ্নে ডুবে থাক্‌বি কত, নাই ত রাতি ডাক্‌ছে পাখী ;
চেয়ে দেখ্, ওই পূব্-গগনে রবির কনককিরণ ফুটে !
ধূলা-খেলা ছেড়ে সবাই সার করি আয় মায়ের চরণ,
মায়ের কোলে জনম নিছি, মায়ের কাজে জীবন-মরণ ;
প্রাণ ঢেলে দিই, আয়, ওরে ভাই, মায়ের রাঙা চরণ-পুটে

ষষ্ঠ দৃশ্য।

হেমন্তের বাগান-বাড়ী।

বিনয় ও সুকুমারের প্রবেশ।

সুকুমার। আহা, তুমি ভুল বুঝছ—

বিনয়। ভুল নয় হে,—মেয়েদের কলেজে পাঠাও, তাতে আমার আপত্তি নেই—কিন্তু, ভাই, রাশটা সামলে রেখো। ও কলেজ-ফলেজে এমন একটা English aristocrat ভাব ঢুকেছে, যে-টা কোন-মতে tolerate করা উচিত নয়। কলেজে পড়ে স্ত্রী যে শুধু 'চা'টুকু টেবিলে দিয়ে delicious কথাটি শোনবার প্রতীক্ষা করবেন, কিম্বা দুটো পিয়ানোর গৎ বাজিয়ে, লেসের শ্রাদ্ধ করে, মি-লর্ডে করে ঈড্‌ন্‌ গার্ডেনে হাওয়া খেয়ে বেড়ালেই আমরা অমনি চতুর্ভূজ হয়ে পড়ব, তা নয়। দেখ ভাই, দরিদ্র জাত্‌—ইংরিজিটা বেশী শেখার একটা প্রধান দোষ কি, জান? 'বিলাসিতা' জিনিষটাকে দোষের বলে ত মনে হয়ই না, বরং সেটা 'দরকারি' বলেই মনে একটা বিশ্বাস দাঁড়ায়!

সুকুমার। সকলেই কি ইংরিজি শিখে অমনি হচ্ছে হে?

বিনয়। না, সে কথা কেমন করে বলি—বিশেষ যখন তোমার বৌদিকে দেখি! ইংরিজি শেখাও! কিন্তু মনে রেখো, ভাই, স্ত্রী শুধু পিয়ানোর গৎ বাজাবার জন্যে নয়, বা Drawing Roomএ guest receive করবার জন্যে নয়! গৃহধর্ম্মটার উপর বেশী

stress দেওয়া দরকার; সকলে সেটা পারে না, কাজেই আমরা দেখ্‌তে পাই ইংরিজিটা বেশী শেখাতে গিয়ে এই দাঁড়ায়—স্বামী যখন অসুখে কষ্ট পাচ্ছে, স্ত্রী তখন তাঁর সেবা একমাত্র কর্ত্তব্য বলে মনে করেন না, সেটা তাঁর কাছে তখন দাঁড়ায়, একটা luxury! আর, তিনি তাঁর ক্রুশের কাজ, পিয়ানো, শোফায়-পড়ে নভেল লেখা এই সব নিয়ে থাকেন। অবশ্য, সকলে কিছু এমন নন্—তা'ও বলছি, তবে অধিকাংশ caseএ এমনি হয়ে পড়ে জানি—

সুকুমার। তা হলে বিলাত-ফেরতারা তাদের স্ত্রী নিয়ে সুখী নয়, বলতে চাও?

বিনয়। অনেকেই নয়, আমার বিশ্বাস! জুড়িগাড়ী আর ধোপদোরস্ত্ সার্টের প্লেট দেখেই সুখের মাত্রা ঠিক করো না। বিধু গুপ্তকে আক্ষেপ করে বলতে শুনেছি, বেচারী তার স্ত্রীকে নিয়ে একটুও সুখী নয়! অর্থাৎ কি জান ভাই, আমাদের এ দেশে মাতৃত্বটাই ideal—নায়িকা নয়! mother of son, and not a heroine!

সুকুমার। আচ্ছা—

বিনয়। বেশী দূর যাবার দরকার কি? তোমার lady-love-কেই দেখ না! মাপ করো ভাই, সহজে বুঝবে বলেই বলছি! বাড়ীতে অভিভাবিকা কেউ ছিল না, গৃহ-ধর্ম্মটা কিছু শেখেনি, কলেজে কতকগুলো ইংরিজি কাব্য-উপন্যাস পড়ে heroineএর ভাবটি প্রাণে কেমন জাগিয়ে তুলেছেন, যার ঠ্যালায় তোমার প্রাণ-টুকু একেবারে ঠোঁটস্থ হয়ে পড়েছে; তাকে দেখ, আর তোমার

বৌদিকে দেখ; ইংরিজি তার চেয়ে কিছু কম পড়েন্ নি, অথচ গৃহ-শিক্ষার গুণে আধুনিক বৌদের মধ্যে আদর্শ বললেও হয়!

সুকুমার। এ কথা মানি বটে; মোদ্দা, তুমি যা বললে ভেবে দেখলে—

বিনয়। Unbiassed হয়ে ভাবলে ঠিক মনে হতে পারে! অবশ্য আমার এ মত আমি সকলকে accept করতে বলছিনা, তবে তোমার সঙ্গে কথায়-কথায়, আর সম্প্রতি তোমার এই caseটা study করে আমার নিজের ভাবটুকু আরো জোর পেয়েছে, তাই কথা পড়ল তোমাকে বললুম। মেয়েদের unoccupied রাখলে একটা-না-একটা পাগলামি ধরে-ই হে! ও, পরের কাপড়-চোপড়, চলা-ফেরার দোষ ধরা, তবে সে তোমার hysteria, luxury, নয় নভেলি ভাব—এই যে এঁরা আসছেন—আমরা তা হলে একবার ওধারে যাই চল; তোমাকে ত আবার গেরুয়া পরে সাজতে হবে!

সুকুমার। হাঁ, ওঁরা এলেন যে! তা হলে যাওয়া যাক্।

বিনয়। চল, আমি ততক্ষণ আশপাশে একটু ঘুরে আসি; আমাদের অনঙ্গ যে এধারে একখানা বাগান কিনেছে, সে তার family নিয়ে সেখানেই আছে।

উভয়ের প্রস্থান।

আলষ্টার গায়ে লাবণ্য, সঙ্গে ঊষা ও সুরমার প্রবেশ।

লাবণ্য। তা হলে, আমাকে তুমি ভালবাস?

যৎকিঞ্চিৎ।

ঊষা। খুব—

লাবণ্য। আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি নেই ?

ঊষা। আপত্তি ? দিনরাত কাছে-কাছে থাকবো, হৃদয়ের সামান্য বেদনার আঘাত-টুকু-

লাবণ্য। ঐ ত! ঐ-টুকুই ত তোমার দোষ ; বেশ কথাবার্ত্তা হচ্ছিল আবার তুমি ও রকম বাজে বকুনি আরম্ভ করলে!

সুরমা। বিয়ে হলে ওটা সেরে যাবে।

লাবণ্য। ঐ-টুকুর জন্যেই ত যা-কিছু ভয়।

সুরমা। কেন ?

লাবণ্য। কে জানে কেন ? আমার কেমন ও রকম বেয়াড়া বক্তৃতাগুলোর উপর রাগ আছে ; আচ্ছা, তোমরা একটু এখানে দাঁড়াও, আমি আসছি। প্রস্থান।

সুরমা। বেশ জায়গাটি, ঊ, না ? দিব্যি বাগান! কেমন অনিল-মুখরিত—

ঊষা। পিক-কুহরিত বনভূমি।

সুরমা। ভারী romantic, না ?

ঊষা। যেমনটি চাইছিলুম—এই যে।

গান গাহিতে গাহিতে লাবণ্যের প্রবেশ।

গীত।

প্যারি, যাস্‌নে লো যমুনায়, উঠেছে তুফান ;
আকুল সে কালো জল ছলকিছে ছলছল,
স্রোত খরসান!

বরষা আকাশ ঘিরে নামিতেছে তীরে তীরে
কুঞ্জ-কানন-সারি মেঘে ম্রিয়মাণ !
গাগরী যাবে লো ভাসি, কোথা রবে কলহাসি,
কালা বাজাবে বাঁশি উদাসি' পরাণ !
অলকে লাগায়ে জল, তিলক মুছে কি ফল ?
হোক্ আজি গৃহ-কাজে বেলা অবসান !

উষা। আহা, কি সুন্দর !

লাবণ্য। তোমার মুখের চেয়ে নয়, কিন্তু !

উষা। (লজ্জানতমুখী)

লাবণ্য। লজ্জা হল ? কেন, উষা, তোমার গানও ত আমার বেশ লাগে !

উষা। আমার আবার গান ?

লাবণ্য। কেন, সে গানটি ত' আমার বেশ লেগেছিল।

উষা। কোন্‌টি ?

লাবণ্য। সেই কাল দুপুর বেলা তোমাদের বাড়ী ঘরে বসে তুমি গাচ্ছিলে—আমি গেলুম।

সুরমা। ওঃ, সে গান যে আবার ওঁরি লেখা !

লাবণ্য। বটে—তা'ত বলনি আমাকে, উষা ?

উষা। আমি ভুলে গেছলুম—আমাকে মাপ কর !

লাবণ্য। শুধু মাপ করবো না—সেটি এখন একবার আমাকে শোনাতে হবে !

উষা। সে খালি আমাকে লজ্জা দেওয়া হবে !

যৎকিঞ্চিৎ।

লাবণ্য। বেশ ; তবে থাক্।

উষা। না, না, রাগ করোনা—তোমার যদি শুনে তৃপ্তি হয়—

লাবণ্য। তা আর হবে না, উষা? আমি তোমাকে কত ভালবাসি, তা কি তুমি জান না?

উষা। জানি ; তোমার অসীম অনুগ্রহ, তা জানি।

গীত।

সে মধুর মুখ জাগে মনে!
ভুলিতে পারি কি তারে এ জীবনে!
চাঁদে চাহি না, হা রে চাঁদ নহে ভালো,
সে মুখে দেখিছি শুধু যত-কিছু আলো,
সকলি আঁধার—সে বিহনে!
সে যে মোর এ নয়নে তারা নয়নেরি—
সে যে পূরণিমা-শশী হৃদি-গগনেরি,
পারিজাত হৃদয়-কাননে!

লাবণ্য। এসো, চারিধার দেখে-টেখে বেড়াও।

সকলের প্রস্থান।

গেরুয়া পরিয়া স্থকুমারের পুনঃ-প্রবেশ।

স্থকুমার। এই ত সাজসজ্জা ঠিক! যে রকম proceeding চলছে তা purely dramatic। যদি বিয়েটা হয় ত' অপূর্ব্ব বটে! এমন বিয়ে মোদ্দা কারু হয়নি! নভেলিষ্ট, কবি, এমন কি উপন্যাসের নায়কের অবধি নয়!

লাবণ্যের পুনঃ-প্রবেশ।

লাবণ্য। তা ঠিক! এইবার সেই সব, বুঝলে? আমি তা হলে ওকে ডেকে আনি—

সুকুমার। এইখানেই?

লাবণ্য। শুধু উষাকে নিয়ে আস্‌ব—সেটাকে groveএ বসিয়ে আসব—আমি আড়ালে থাকব; বুঝলে? লাবণ্যের প্রস্থান।

সুকুমার। আচ্ছা! (ট্যাঁক হইতে কাগজ বাহির করিয়া) দেখি, দু' একটা point ত' note করা আছে, শেষ না গুলিয়ে যায়! 'হংসবতী' নাটক থেকে খানিকটা ত মুখস্থই করে ফেলেছি! আঃ, কি বিভ্রাট! এই যে আসছে—সুরু করে দিই। (গম্ভীরভাবে নায়কের মত সুরে) কিসের জন্য এ জীবন? যাকে না পেলে এ জীবন—যাকে না পেলে—আঃ, ভুলে যাচ্ছি যে—

উষা ও লাবণ্যের প্রবেশ।

সুখ নেই, শান্তি নেই, এ জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে, সে-ত ফিরে চাইলেও না—আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। এ সংসার অরণ্য; এখানে কেউ কারো মুখের দিকে চায় না, কেউ কারো হৃদয়ের ব্যথা বোঝে না—সব হৃদয়ে পাষাণ বেঁধে বসে আছে, তবে কেন এ সংসারে থাক্‌ব? (স্বগত) আঃ, তার পর? তার পর মনে পড়ছে না যে—হাঁ, হাঁ, (প্রকাশ্যে) গহন বনে যাব—হাঁ যাব—সে বন শ্বাপদ-সঙ্কুল? হাঃ হাঃ সেখানে নারী-রাক্ষসী নেই—নারী পাষাণী! আজ সন্ন্যাসী হয়ে যাব, তাই এই গেরুয়া পরেছি!

যৎকিঞ্চিৎ।

কমণ্ডলু? কিনে নোব; ভাবছ, নারী, পারব না যেতে? কেন? তুমি বলছ, প্রণয়? হাঃ হাঃ সে'ত স্বপ্ন! তুমি আমার হলে না? চাই না, আমি বনে চললুম, কিন্তু একটা জীবন তুমি নষ্ট করে দিলে, এর মহাপাতক কি নেই? ওঃ উহুহুঃ—

প্রস্থান।

উষা। ইনি কে?

লাবণ্য। বুঝতে পারলে না?

উষা। না!

লাবণ্য। সে কি? ও একজন নারীকে ভালবাসে, তার জন্যে পাগল হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কিন্তু সে নিষ্ঠুর নারী ওর দিকে ফিরেও চায় না—বেচারী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছে—

উষা। আহা—এমন নিষ্ঠুর নারী!

লাবণ্য। হ্যাঁ, এমনি নিষ্ঠুর! ভাবো দেখি নারীর হৃদয় এ লোকটার এত দুঃখেও কাতর হয় না!

উষা। পাষাণী সে! সে কি বলে?

লাবণ্য। এমন কি, সেই নারীর অভিভাবকেরা দুজনের বিয়ে দেবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, কিন্তু সে বলে, সে কিছুতে বিয়ে করবে না!

উষা। কিছুতে না?

লাবণ্য। না! শেষে ওর আর দোষ কি? ও বেচারী সাধে কি সন্ন্যাসী হয়ে চলে যেতে চায়!

উষা। তুমি কেমন করে জানলে?

লাবণ্য। আমি ওকে একটু-একটু চিনি কি না!

উষা। উনি সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবেন?

লাবণ্য। তা সংসারে সুখ না পেলে মানুষ কি সংসারে থাকতে পারে? এই আমি যদি মরে যাই, তা হলে কি আর তোমার সংসারে থাকতে ভাল লাগবে?

উষা। ও কি কথা?

লাবণ্য। এই যে আবার আসছে—কি বিড়-বিড় করে বকছে না? শোনা যাক্ এস, কি বলে!

সুকুমারের পুনঃ-প্রবেশ।

সুকুমার। নাঃ, বনে গিয়েই কি সুখ পাব? অহরহ তার চিন্তা আমার হৃদয়-ভার আরো বাড়িয়ে তুলবে; তার চেয়ে কি করি? (ইঙ্গিতান্তে অলক্ষিতে লাবণ্যের অন্তরালে গমন) কি করলে, এ জ্বালা জুড়োয়? (উষার দিকে হঠাৎ চাহিয়া) এই যে পাষাণী! পাষাণী এসেছ? দাঁড়াও, উঃ, এ কি করেছ? গৃহে আমার সুখ নেই, কোথাও নেই, আমাকে বলে দাও, আমি কি করবো—মুখ ফিরুচ্ছ? আশ্চর্য্য হচ্ছ? না, না,—কেন, মনে নেই, সেই যে তুমি আমার প্রেম নিষ্ঠুর উপেক্ষায় ঠেলে গেলে?

উষা। (আশ্চর্য্যভাবে) আমি—?

সুকুমার। হাঁ, তুমি! মনে নেই? সেই কঠিন, নিষ্ঠুর পরিহাসে চলে গেলে। আজ দাঁড়াও, তোমারি সামনে এ অতৃপ্ত সাধ-আশা-ভরা জীবনের অভিনয় শেষ হোক্—

উষা। (আশ্চর্য্যভাবে) এ আপনি কি বলছেন?

লাবণ্যের সম্মুখে আগমন।

লাবণ্য। কেন? ঠিকই ত বলছেন—

উষা। আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না—ইনি—

লাবণ্য। হাঁ, ইনি তোমারি জন্যে আজ সুখহীন, গৃহহীন—

উষা। একি, সুকুমারবাবু, আপনিও—

লাবণ্য। আমি ত সুকুমারবাবু নই, ভাই; ইনিই সুকুমারবাবু; বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, তোমাকে দেখতে গেছলেন—নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা ঠাট্টা করেছিলে! সেই অবধি বেচারী পাগলের মত বেড়াচ্ছে,—অবাক হচ্ছ, বিশ্বাস কচ্ছ না?

উষা। সে কি—তা হলে আপনি কি—?

লাবণ্য। না, বলছি ত, আমি সুকুমার নই। আমি সুকুমারের বৌদি, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা, ওরফে লাবু! (মাথার পরচুলা, ও আলষ্টার খুলিয়া ফেলিল) তুমি দুখানা কাব্য পড়ে heroine হয়ে বসেছিলে, মাথা এমনি খারাপ হয়ে গেছে, যে পরেশনাথের বাগানে গান শুনে আমাকেই ভালবেসে ফেললে! আমি তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি-আসছি, আর তোমার বাবাও দিব্যি যেতে দিচ্ছেন, এ তুমি একবারও সন্দেহ করনি? তুমি এমনি ক্ষেপেছ, যে বিয়ে করবে না বলেছিলে, কিন্তু খালি মন্দিরে পুকুরধারে গান শুনে আমাকে—একটা মেয়েমানুষকেই বিয়ে করতে উদ্যত! ছি ছি উষা—

উষা। এঁ্যা, সে কি? আমি কি সত্যি এত পাগল! আমাকে ক্ষমা করবেন—

লাবণ্য। না, শুধু ক্ষমা হবে না! তুমিও যখন সুকুমারের জন্যে পাগল হয়েছ, তখন সুকুমারকে বিয়ে করতে হবে। আহা, বেচারী সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে! এমন প্রেমস্নেহপূর্ণ হৃদয় কিন্তু আর পাবে না, ঊষা, আমাকে ভালবাস ত! ঠাকুরপোকে বিয়ে কর্ ভাই! দুটি জা'য়ে বেশ থাকব। না হলে, ঠাকুরপো সন্ন্যাসী হয়ে যায়, আর কেলেঙ্কারি করিস নি ভাই—

ঊষা। (চুপ করিয়া রহিল)

লাবণ্য। কি? কথা কচ্ছিস না যে! দেখ্, নন্দবাবু বিবাগী হয়ে চলে যাচ্ছেন, ঠাকুরপো এ দিকে সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে, আমাকে ত ভালবাসিস্, তার খাতিরে কথাটা রাখ্; নৈলে আমি সত্যি তোর সঙ্গে কথা কব না। আর, আমি মেয়েমানুষ, আমার সঙ্গে ত আর বিয়ে হবে না! আর তোর নায়কের নামও ত সুকুমার, লাবণ্য নয়! কিছু গোল হবে না—হৃদয়ে কোন দাগ পড়বে না—

ঊষা। (নতমুখে) আমি এত পাগল হয়েছিলুম—

লাবণ্য। আচ্ছা, তা থাক্। এখন কথার জবাব দে দেখি—

ঊষা। তোমার কথা ত ঠেলতে পারি না; আচ্ছা—

লাবণ্য। তা হলে, ঠাকুরপো, ও আর দেরী করে না; বাড়ী গিয়ে পাঁজিখানা দেখাতে হবে, একটা বিয়ের দিন—

সুকুমার। আজ ১৭ই একটা দিন ছিল, বৌদি—

লাবণ্য। আজ ত আর হতে পারে না; কি বল ঊষা?

ঊষা। (জনান্তিকে) যাও—

লাবণ্য। এই লজ্জাটুকুই প্রেমের লক্ষণ, বুঝছ, ঠাকুরপো?

যৎকিঞ্চিৎ।

সুকুমার। আর ২২শে একটা দিন আছে শুধু, তা ছাড়া আর দিন নেই—

লাবণ্য। আচ্ছা গো, সে পাঁজি দেখানো যাবে—

সুকুমার। সে আমি পাঁজি দেখে রেখেছি—

লাবণ্য। ওঃ, সে কষ্টটুকু তা হলে আর আমাদের নিতে দিচ্ছ না? পাঁজির সব কটা দিনই বোধ হয় মুখস্থ করে ফেলেছ! এঁ্যা? দেখছিস্, ঊষা, কি রকম পাগল হয়েছে তোর জন্যে?

ঊষা। য্যাঃ।

প্রস্থান।

লাবণ্য। কেমন, ঠাকুরপো, এক রকম সব ঠিক ত! এখন মনে আছে, বখশিশ?

সুকুমার। বিয়ের পরদিনই হরিণ পাচ্ছ বৌদি।

লাবণ্য। ওঃ, আগে দিতে বুঝি সাহস হয় না! যদি ফস্কে যায়! তা শিল্প-বিদ্যালয়ের টাকাটা ভুলোনা!

সুকুমার। এ কি নন্দবাবু, আর, দাদা যে! ধেৎ, তুমি বুঝি সব ঢাক পিটেছ?

লাবণ্য। বাঃ, আশীর্ব্বাদের জন্য বুঝি আবার একদিন পেছুবে?

সুকুমার। যাও, আমি পালাই। এই গেরুয়া কাপড় পরা—এঃ, দাদা কি মনে করবে?

লাবণ্য। প্রেমে পড়বার সময় ত এ সব কিছু ভাবোনি—

সুকুমার। পালাই বাবা!

প্রস্থান।

হেমন্তের প্রবেশ।

হেমন্ত। নন্দবাবু এসেছেন ত। তা এ দিকে তোমাদের খপর কি? উনি ত একেবারে মোহর নিয়ে হাজির, আশীর্ব্বাদ করে যাবেন; খাবার-দাবার বন্দোবস্ত এখানে হয়েছে ত?

লাবণ্য। সে ভার বিনয়ের উপর দিয়েছিলে, না?

হেমন্ত। হাঁ, তা তোমাদের খপর কি রকম?

লাবণ্য। খপর আর কি রকম হতে পারে? ও সব পাগলামি সেরে গেছে; এখন বাজারের বন্দোবস্ত করগে। তোমার অধীর ভাই একবারে পাঁজি দেখে দিন-টিন ঠিক করে রেখেছে, ২২শে ফাল্গুন; আজ ত ১৭ই!

হেমন্ত। যাক্; মেয়েটি সারল তবে?

লাবণ্য। জালিয়াৎ সুকুমারকে কি করে বিয়ে করে বল? এ কি নন্দবাবু আসছেন যে, আমি যাই—

হেমন্ত। আঃ, থাকো না, ওঁকে আবার লজ্জা কি?

নন্দলালের প্রবেশ।

নন্দলাল। এই যে, মা এখানে আছ। বেঁচে থাকো মা! উষা আমার সেরেছে ত?

হেমন্ত। ২২শে বিয়ের দিন আছে, সেইদিনই——

লাবণ্য। (সলজ্জভাবে) আমি উষাকে ডেকে আনি—

প্রস্থান।

বিনয়ের প্রবেশ।

নন্দলাল। এই যে বাবা, তুমিও এসেছ। বুঝলে হেমন্ত, দিব্যি ছেলেটি এই আমাদের বনমালী! না, না, বিশ্বম্ভর!

বিনয়। আজ্ঞে, আমি বিনয়!

নন্দলাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিনয়! বিনয়! বেঁচে থাকো বাবা!

বিনয়। (হেমন্তের প্রতি) খাবার-দাবার ত সব ও পরের ঘরে ঠিক আছে। খুকুর কাছে সব শুনলুম; আঃ, বাঁচা গেল!

হেমন্ত। ২২শে ত বিয়ের দিন স্থির হয়েছে বিনু—

বিনয়। আজ্ঞে, সব শুনেছি। আর ঐ একটা দিনই ছিল। তা হলে আপনি একবার ওপরে যাবেন না?

হেমন্ত। এই যে মেয়েরা এ দিকে আসছেন। তা হলে নন্দবাবু এঁদের সঙ্গে একটু কথা কন্; আমরা আস্‌ছি—

হেমন্ত ও বিনয়ের প্রস্থান।

অন্যদিক দিয়া উষা ও সুরমার প্রবেশ।

নন্দ। এই যে টুনি, লক্ষ্মী মা আমার, এমন পাত্র আর পাব না বল্‌ছি, আমার কথা রাখ্ মা; নৈলে আমি সত্যি বিবাগী হয়ে যাব। সংসারে আর থাক্‌বো না! হাঁ—

উষা। (লজ্জানতমুখে) তোমার কথায় আমি কবে অমত করেছি, বাবা?

নন্দ। তা ত জানি মা, তুমি আমার লক্ষ্মী মেয়ে! জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে, তুমি কি আমার অবাধ্য হবে? তারপর, হ্যাঁ, সতীশ

এসেছে, বুঝলি সুরি, তোকে নিয়ে যেতে চায়। আজ দুপুর বেলা তোরাও চলে এলি, সে-ও এসে উপস্থিত! পাঁচ-সাত দিন থাকবে—

সুরমা। আমি যাব না—

নন্দ। সে কি রে, যাবি না কি? স্বামীর কাছে যাবি না? সতীশ ডেপুটি হল, বুঝলি টুনি—আর হবে না-ই বা কেন? অমন বিদ্বান ছেলে—পুরুলিয়ায় যেতে হবে পাঁচসাত দিন পরেই—সেখানে বাঙলা-টাঙলা সব ঠিক হয়েছে, ঐ চৌধুরীদের একখানা বাঙলা আছে কি না? তা যাবি না কি মা—সতীশ না হলে কি মনে করবে?

সুরমা। তোমার কথা মামা, ঠেলতে ত পারি না। কিন্তু টুনির বিয়ে দেখে তবে যাব—

নন্দ। হ্যাঁ সে-ত নিশ্চয়, সে-ত নিশ্চয়!

সুরমা। (জনান্তিকে উষার প্রতি) এঁ্যা, ডেপুটি—পুরুলিয়া—বাঙলা—যাব না কি ভাই? পা-ত বাড়িয়ে রেখেছি—

নন্দ। আজ তোরা দুজনে আমাকে যে কত সুখী করলি, তা আর কি বল্‌ব? বেঁচে থাক্‌, আর, চিরসুখী হ'—প্রাণ খুলে তোদের আজ এ আশীর্ব্বাদ কচ্ছি—

উষা। বাবা, আগে তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছি; মাপ কর—

নন্দ। হ্যাঁ রে টুনি, আমার কাছে মাপ চাইছিস্ তুই? তুই যখন এতটুকু, তখন তোকেই একমাত্র বন্ধন করে সংসারে পড়ে রইলুম—তোর উপর কবে রাগ করেছি, মা, যে তুই মাপ চাইছিস?

যৎকিঞ্চিৎ।

সুরমা। তোর ভাসুর—

উভয়ের লজ্জানতমুখে প্রস্থান।

হেমন্তের প্রবেশ।

হেমন্ত। একবার এদিকে আসতে হচ্ছে, নন্দবাবু—

নন্দলাল। আমি বলি, হেমন্ত, আশীর্ব্বাদটা এইখানেই হয়ে যাক্।

হেমন্ত। আজ্ঞে, তা হলে ত ভালই হয়! তা এদিকে একবার আস্‌তে হচ্ছে—

নন্দলাল। চল, বাবা, চল। বেশ বাগানখানি করেছ! দিব্যি বাগান— উভয়ের প্রস্থান।

উষা ও সুকুমারকে টানিয়া লাবণ্যের প্রবেশ।

লাবণ্য। (উষাকে) তোমাকেও ছাড়ছি না! তোমার উপর ঠাকুরপোর আগে আমার দাবী! ঠাকুরপো, এটা তুমিও মনে রেখো!

সুকুমার। বৌদি, একটা কাজ বাকী; আজ তোমাকে বাস্তবিক প্রণাম কর্‌তে ইচ্ছে কচ্ছে।

লাবণ্য। ইস্, হঠাৎ যে ভারী ভক্তি উথলে উঠলো! কিন্তু যাই বল, ঠাকুরপো, তোমাদের বিয়ে যেমন-তেমন বিয়ে নয়, এর ভিতর বেশ যৎকিঞ্চিৎ একটু আছে!

সুকুমার। হ্যাঁঃ, কিন্তু যাই বল বৌদি, এ মাসে যদি বিয়ে না স্থির হত, তা হলে এই গেরুয়া নিয়েই—

লাবণ্য। চম্পট! হুঁঃ, কাকে বলছ?

সুকুমার। সত্যি—দেখতে—আমাকে চেন না কি?

লাবণ্য। খুব চিনি! মস্ত বীর! কিন্তু সে দুদিন শুধু। মাথায় চিরুণি পড়ত না, আরসি পেতে না, রাস্তা হেঁটে পা ফাট্‌ত, সুড়সুড় করে বাড়ী ঢুকতে হত! ও খপরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাবার দেরীটুকু সইত না!

সুকুমার। বটে! সত্যি বলছি আমি—

লাবণ্য। আচ্ছা, আচ্ছা, থাক্! ও কথাগুলো এখানে আর কেন? ফুলশয্যার রাত্তিরের জন্য মুলতুবি রাখো; দেখো, কে হারে কে জেতে! কি উষা, ঘোমটা টানছ যে—

(উষার চিবুক ধরিয়া, সুরে) সোণার তরীটি মরি ভিড়িল কূলে!

সুকুমার। যাও, বৌদি—কি?

লাবণ্য। এখন, এস উষা,

(উষার চিবুক ধরিয়া)

গীত।

এস, লক্ষ্মি, এস ভবনে!
মরি কি উল্লাস ভাসে সুরভিত পবনে!
বিকচ-কুসুম-বাসে, বিহগ-কলভাষে,
অঞ্চল ভরি', এস, হেম-ধান্য-ধনে!
আন পুণ্য, আন প্রীতি, আন হর্ষ, আন গীতি,
বাঁধ সুমধুর, শুভ প্রেমের বাঁধনে!
এস সংসার-মাঝে, এস এস গৃহ-কাজে,
শুভ্র হৃদয়ে, বধূ, নির্মল জীবনে!

পট-পরিবর্ত্তন।

উজ্জ্বল দৃশ্য।

গীত।

মধুর হিল্লোলে চলি'ছে ভেসে, মধুর অমিয়-ধারা!
আনন্দ-নির্ঝর ঝর-ঝর ঝরে, আকুল পাগল-পারা!
ঊষার আকাশে, সন্ধ্যার মেঘে,
কুসুমে, মলয়ে, নিতি উঠে জেগে
কোন্ জগতের পরীর স্বপন, কোন্ বিদেশের তারা!
আয় হাসি-মুখে, মুছি' আঁখি-জল,
জীবন সুখের, হরষ কেবল;
বিদ্বেষের দুখ, বিধাতার ভুল!
(কেন) সুখের মাঝারে, আপনার তরে, রচিছ বিষাদ-কারা!

যবনিকা।